কংস-বিনাশ

নাটক

বা

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে কংস বিনাশ

পর্য্যন্ত।

শ্রীসানুকূল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিরচিত।

কলিকাতা।

৭৫ নং করন্‌ওলিস্‌ ষ্ট্রীট,

হেরাল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে

শ্রীহরিনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৫ সাল

মুখবন্ধ।

কংস-বিনাশ নাটক প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইল। পুস্তক ভালই হউক, আর মন্দই হউক, লেখক আপনার পুস্তকখানি ভাল বলিয়া জানেন তাহার সন্দেহ নাই। তা না হইলে তাঁহার পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? আর কেনই বা খরচ পত্র করিয়া পুস্তকখানি জন-সমাজে প্রচার করিবেন। তবে এ কথার উত্তরে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইহা লেখকের সম্পূর্ণ ভ্রম। আমি বলি সে ভ্রম দূর হওয়াও আবশ্যক; কেন না অধম লেখকও মনে মনে গর্ব্বিত; উত্তমের ত কথাই নাই। এখন আমার এ নাটকখানি অধম কি উত্তম তাহা আমি জানি না। তবে যদ্যপি সমালোচকগণ পাঠান্তর অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুস্তকখানি রীতিমত সমালোচনা করেন তাহা হইলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

৬৮ নং কর্নওয়ালিস্
ষ্ট্রীট কলিকাতা।
১ই কার্ত্তিক ১২৯৫।

শ্রীসানুকূলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ ।

কংস	মথুরার রাজা ।
বসুদেব	কংসের ভগ্নিপতি ।
নন্দরাজ	গোপরাজ ।
এ-জ-বা	একজন বালক ।
কৃষ্ণ বা শ্যাম	বসুদেবের পুত্র ।
বলরাম	রোহিণী-নন্দন । *
শ্রী সুবল	কৃষ্ণের সখা ।
চানূর শল তোষল ... ... মুষ্টিক বৃষাসুর	অসুর বা মল্লগণ ।

ইহা ব্যতীত মন্ত্রী, সভাসদ্, দূত, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, নন্দি, ভৃঙ্গি, আচার্য্য, কার্য্যাধ্যক্ষ, গোপ, ব্রজবালকগণ, দৌবারিক, মল্লগণ, অক্রূর, পুরোহিত, নাগরিকগণ অনুচর ইত্যাদি ।

কুবলয়াপীড়—কংসের হস্তি বিশেষ ।

* দৈবকীর গর্ভ স্রাব হইলে, ইনি রোহিণী গর্ভে সঞ্চার হন ।

স্ত্রীগণ।

ভগবতী	...	...	...	শিবের স্ত্রী।
শচী	...	...	...	ইন্দ্রের স্ত্রী।
লক্ষ্মী	...	...	...	বিষ্ণুর স্ত্রী।
দৈবকী	...	...	...	কংসের ভগ্নি।
বিনয়ী	...	...	...	দৈবকীর ধাত্রী।
ধারা	...	...	...	আয়ানঘোষের স্ত্রী।
চন্দ্রাবলী, চম্পকলতা, বৃন্দা, ললিতা, বিশখা	...	...	...	রাধার সখীগণ বা গোপিনীগণ।
মহিষী	...	...	...	কংসপাটরাণী।
মালীত	..	...	...	পাটরাণীর সখী।
মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা,	...	...		ইন্দ্রের অপ্সরাগণ,

মায়াদেবী, গোপীগণ ইত্যাদি।

কংস-বিনাশ

নাটক।

প্রথম অঙ্ক।
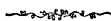
প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজসভা।

কংস, মন্ত্রি ও সভাসদ।

কংস। এই সব রাজকার্য্য সমাপন করি
বিরাম করিব ক্ষণ. কিন্তু মন্ত্রিবর,
বুঝিতে না পারি কিছু, সতত উদ্বেগ
এ মনের মাঝে কেন হয় উদ্দীপিত ?
একে একে ছয়·পুত্র * দৈবকীর আমি
বধিয়াছি, দেখ তুমি নিজহস্তে মম।
ভগ্নি মম সদা হায়, যতনে পালিত
বাল্যাবধি মম কাছে ; সেই ভগ্নি এবে

* দৈবকীর সপ্তম গর্ভ স্রাব হয়, সেই পুত্র রোহিণী-গর্ভে সঞ্চার হয়—তাহার নাম বলদেব।

শত্রু সম, মন্ত্রিবর, কহিনু তোমারে !
দুর্ভাগা ভগিনী মম, যে দিন তাহায়
বসুদেব সনে আমি দিলাম বিবাহ,
অমনি সে দৈববাণী ; স্মরি যবে মনে,
কত যে ব্যাকুল হই কি তার বলিব ?
শৃঙ্খলিয়া রাখিয়াছি কারাগারে তারে
দৈবযোগে ; অগ্রে যারে ভাল বাসিতাম,
পাইলে উত্তম ধন, সম ভাগ করি
ভগিনীরে অপরার্দ্ধ দিতাম যতনে।

মন্ত্রি। কি আর বুঝাব দেব আপনায় এবে !
কালচক্রে ঘোরে জীব ; কালের অধীন
সকলেই বিশ্ব মাঝে ; এ কারণ, দেব !
নহে কিছু খেদ তায় ; সুখ দুখ আদি
পূর্ব্বজন্ম ফলে লোক ভুঞ্জে দিবানিশি।

কংস। বুঝি সব মন্ত্রিবর ! কিন্তু ভয় করি
দশমাস গর্ভ শুনি দৈবকীর এবে !
কি জানি কি বাদ বিধি ঘটাবে কি রূপে !
এই বার বসুদেব পুত্র সংহারিয়া
হইব নিশ্চিন্ত আমি ; নিষ্কণ্টকে হায়,
করিব রাজত্ব এই মথুরা নগরে।
তাই আমি, চারি দিকে প্রহরী বেষ্টিয়া,
রাখিয়াছি দৈবকীরে, শৃঙ্খলিয়া এবে।

মন্ত্রি। কারে ডর মহারাজ, ত্রিভুবনে তুমি ?
এ হেন দেবতাকুল অসুর প্রতাপে
কম্পান্বিত কলেবর ; ধন্য রাজ্য তব !
কি বিপদ দেবকুল করিবে. রাজন
রক্ষিত নগর যবে হেন বীরদলে ?
দম্ভে ফিরে দৌবারিক নিষ্কাশিয়া অসি
যম-সম ; কার সাধ্য প্রবেশয়ে দ্বারে ?
কুবলয়াপীড় তায় শুণ্ড আস্ফালিয়া
দুর্গের তোরণ রক্ষা করে অবিরত।

কংস। বিলক্ষণ জানি আমি; কেশী, কূট, শল,
তোবল, চানূর হেন মল্লগণ যত,
যার রয়, তার ভয় না রয় জগতে।
সে অসুরগণদাপে ইন্দ্র কাঁপে ডরে,
সচঞ্চল দেবকুল যাহার প্রতাপে,
তথাপি না বুঝে মন ; স্মরি দৈববাণী
অকস্মাৎ ভয় কেন উদিত এ মনে ?
এই ত অষ্টম গর্ভ ! শুনি অন্তঃপুরে
দশমাস ক্রমে পূর্ণ। দিন অগ্রসরে,
উদ্বেগ দংশন কেন অধিক প্রমাণে
হয় মনে নিরন্তর, বুঝিতে না পারি।

(দূতের প্রবেশ ও প্রণাম)

কংস। কহ দূত, কি সংবাদ, কহ শীঘ্র করি ?

দূত। দৈবকীর শুনি এবে প্রসব বেদনা,
এই হেতু মহারাজ সংবাদ প্রদানে
আইলাম অবিলম্বে সতর্কের তরে।
আজি নিশা-কালে, কিম্বা প্রভাতে রাজন!
হইবে দৈবকী-সুত ; পার্শ্বে বসি হায়,
বসুদেব, শুশ্রূষায় রত অবিরত।

(মহারাজের সিংহাসন পরিত্যাগ ও তৎসঙ্গে
সভাসদাদির আসন পরিত্যাগ।)

কংস। কি বলিলে, কহ দূত! প্রকাশিয়া কহ,
দৈবকীর সত্য না কি প্রসব বেদনা?
শত শত অস্ত্রিদল ফের নিরবধি
কারাগার চতুর্দ্দিকে ; দেখ, কোন রূপে
বিপদ না ঘটে কভু আজি নিশাকালে।
প্রসব হইবামাত্র প্রদানিবে তুমি
সংবাদ শয়নাগারে, আজি নিশাকালে,
এ উদ্বেগে ক্ষণ নাহি মুদিব নয়ন।

দূত। সে বিষয়ে চিন্তা দেব, কি কারণ তব?
এই মাত্র দেখি আমি অসুর চৌদিকে
ফিরিতেছে নিরন্তর, আস্ফালি সতত,
বর্ম্ম, চর্ম্ম, অসি, তূণে ; প্রত্যেক হস্তেতে
বিজলীর সমপ্রভা নিষ্কাসিত অসি,
কেহবা শোভিত ভীম মুষল, মুদ্গারে।

কংস। যাও তবে, যাও সবে, যাও দূত তুমি,
আমার আদেশ আজি পাল বিধিমতে।

একদিক দিয়া কংসের প্রস্থান,
দূত ও মন্ত্রি অপর দিক দিয়া প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কৈলাস পর্ব্বত।

উচ্চশৃঙ্গোপরি যোগ-মগ্ন মহাদেব;—পর্ব্বতোপরি
একস্থানে বৃক্ষতলে নন্দী ও ভৃঙ্গির পরস্পর ইঙ্গিত।

(শচী, ইন্দ্র, ভগবতীর প্রবেশ)

ভগ। দেখ শচি যোগেমগ্ন প্রাণনাথ মম।
বিলম্ব ক্ষণেক তুমি এবে শিলাতলে
সহ তব প্রাণনাথ; এখনই সখি,
যোগভঙ্গ করি পুনঃ উঠিবেন নাথ;
অমনি কহিব আমি। কোথা বিষ্ণু, ব্রহ্মা
কোথা বা নারদমুনি কহ তা স্বজনি?

শচী। দেখ দেবি, ঊর্দ্ধ চাহি গরুড় বাহনে
আসিছেন বিষ্ণু ওই, কমলার সনে।
অসুর প্রতাপে দেবি ! চিন্তিত সতত,
দেবকুল স্বর্গ মাঝে; কংস ধ্বংস বিনা
নাহি মা উপায় আর ; তাই নাথ সনে,
ও চরণ পূজিবারে আইনু কৈলাসে।

ইন্দ্র। সতত চিন্তিত দেবি,—অসুরেশদাপে,
কম্পান্বিত দেবকুল, তাই মা অভয়ে
আইনু পূজিতে আজি ও চরণ দুটী।
দশমাস গতে, আজি দৈবকী-উদরে,
জন্মিবেন বিষ্ণু হায় ভূভার হরণে ;
প্রাণি হানি, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রী-হত্যা প্রভৃতি,
পাপপূর্ণ ধরা এবে কংসের পীড়নে।
সেই দুরাচার-কংস-নিধন-কারণে,—
যে উপায় স্থির হয় মিলি দেবকুল,
সে উপায় সফলিত করিবারে আজি
আগত দেবতাকুল হে দেবি ! কৈলাসে।

ভগ। তাই বুঝি, তাই আজি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা আদি
শুভাগম করিছেন কৈলাস ভূধরে ;
এই বার যোগ ভঙ্গ হইবে নিশ্চয়।
ওই দেখ ভৃঙ্গি আসি আয়োজন করে
সিদ্ধি আদি, নন্দি যায় বিশেষ উদ্‌যোগী।

(বিষ্ণু ও লক্ষ্মী গরুড় বাহনে অবতীর্ণ ; ব্রহ্মা ও

নারদমুনি অপর দিক হইতে প্রবেশ সকলে প্রণাম)

ভগ। পবিত্র হইল আজি, এ কৈলাস পুরী ;
অজিন আসনে দেব, শিলা'পরি এবে
অপেক্ষা করুণ সবে। নাথ মম এবে
ধ্যান মগ্ন, কিন্তু ধ্যান ভাঙ্গিবে এখনি।
কেন মা কমলা আজি চিন্তিত অন্তর ?
মুখশশী ম্লান কেন ? সদা হাস্যমুখ
দেখিতে যে তব, আমি বড় ভালবাসি।
কি ভয় তোমার বল, কি অভাব তব,
কেন এ মলিন ভাব কহ তা আমারে ?

লক্ষ্মী। আইনু মা পূজিবারে ও চরণ দুটী।
দেবকুল বিচলিত অসুর প্রতাপে ;
নাথ অংশে কৃষ্ণ, হায়, দৈবকী উদরে
জন্মিবে এ নিশা কালে, জেনো মা অভয়ে ;—
নিধন সাধনে সেই কংস দুরাচারী।
দৈবকী সে কংসালয়ে কাঁদে নিরবধি,
ছয় পুত্র গত এবে ; দেখ ধরা, মাতঃ !
না পারে সহিতে আর পাপ-ভার ক্ষণ।
তাই আজি দেবকুল কৈলাসে আগত,—
পূজিতে কৈলাসনাথে, পূজিতে তোমারে।

(শিবের প্রতি দেবগণের দৃষ্টি দূরস্থ নন্দী ভৃঙ্গির কথোপকথন)

নন্দী। রাখ্ রাখ্ জানি, আমি তোর গুণপণা,
এইরূপে সিদ্ধি ঘুটে তাও কি জান না?

(সিদ্ধির পাত্র লইয়া ঘোটন)

ভৃঙ্গি। কি আর শিখাবি তুই, দেখ্ হাত খানা
কত শক্ত, নিত্য কার্য্য এরূপ করিয়া।
ধূতুরার বিচি আনি সংগ্রহ করিয়া
রেখেছি ও ঝুলিমাঝে; আন্ ভাই উঠি,
ত্বরিত্ আনন্দ দেয় গাঁজা এক টানে
জানিস্ তা বিলক্ষণ, সাজ্ একবার,
নন্দী ভৃঙ্গি খিঙ্গিপদ যে কাজ সাধনে।

নন্দী। ভুলে গেলি তুই ভাই; উৎসন্ন যাওয়াতে
হেন বস্তু সম নাই মর্ত্তলোকগণে।
বিশেষ এ দ্রব্যগুলি, যে দ্রব্যে আদর
নিরন্তর করি মোরা কৈলাস ভূধরে!

ভৃঙ্গি। চুপ্! চুপ্! দেখ্ জটা নড়ে শিরোপরে;
জ্বলে বহ্নি ভালে ওই; তরঙ্গ সহিত
জাহ্নবী নাচেন শিরে; যোগ ভঙ্গ এবে।
ফণিবর চতুর্দ্দিকে উঠে ফণা ধরি।
আন্ শীঘ্র সিদ্ধি ঝুলি, আন্ ভাই সাজি,
গাঁজা যা, নেশার রাজা;—আনন্দ প্রদায়ী।

প্রথম অঙ্ক।

(সিদ্ধি ও গাঁজার আয়োজন ইত্যাদি।)

ভগ। এইবার যোগভঙ্গ, যাই তবে আমি ;
অপেক্ষা করুণ তবে সকলে এস্থানে।

(ভগবতীর সম্মুখে গমন)

শিব। কহ প্রিয়ে, কহ তুমি, কি কারণ আজি
এসেছ ভীষণ স্থানে ? কি উদ্দেশ বল ?
বস তুমি পার্শ্বে মম, কোন্ ভক্ত তব
পড়েছে বিপদে আজি, কহ তা আমারে ?
কেন প্রিয়ে চিন্তা যুক্তা ? কি কাজ সাধিতে
হইবে, বল না মোরে, শীঘ্র করি বল ?

ভগ।— বোধ হয় জান নাথ ! বহুদিন গত
কৈলাস ভূধরে মিলি বিষ্ণু, ব্রহ্মা আদি,
যে উপায় স্থির হয় কংসের নিধনে,
সে উপায় সফলিতে বিষ্ণু অংশে, হায়,
জন্মিবেন কৃষ্ণ আজি দেবকী উদরে।
কি উপায়ে রক্ষা পাবে সদ্যোজাত শিশু,
সে হেতু দেবতা-কুল আগত কৈলাসে ?
দেখুন চাহিয়া নাথ, ক্ষণ নিম্নভাগে,
লক্ষ্মী, বিষ্ণু, শচী, ইন্দ্র, ব্রহ্মাদি সকলে
অপেক্ষি আছেন, তব ধ্যান ভঙ্গ হেতু।

(শিবের নিজ স্থান হইতে আসিয়া, ব্রহ্মাদি দেবগণেরপ্রতি সম্ভাষণ ও দেবগণের প্রণাম)

শিব। পবিত্র হইল মম এ কৈলাসপুরী;
হাসিছে তারকারাজি। গভীর রজনী,
অল্পে অল্পে অর্দ্ধচন্দ্র, কৃষ্ণ-অষ্টমীতে,
উদিত প্রফুল্ল করি কৈলাস ভূধরে।
ততোধিক শোভা আজি এ কৈলাসপুরে
তোমাদের সমাগমে; যেন কোটি শশী
বিকাশি কিরণজাল উদিত কৈলাসে।
আসুন সকলে মিলি, অজিন আসনে,
শিলাপরি বসি এই কৈলস ভূধরে।

(সকলের উপবেশন)

বিষ্ণু। জানেন সকলি দেব, আজি সেই নিশি;
যে নিশি জন্মিবে কৃষ্ণ ভূভার হরণে—
ধ্বংসিবারে কংসাসুরে; কেমনে তাহারে
গোপনে স্থাপিবে বসু নন্দালয়ে আজি?
কে জন্মিবে গোপালয়ে বলুন আপনি?—
সে উপায় স্থির হেতু আগত সকলে।

শিব। কি ভাবনা বিষ্ণু তব, ভগবতী—অংশে
জন্মিবে গোকুলে যবে দশভুজা আজি,—
অভয় প্রদানে এই সুরপুরবাসী।
মায়াদেবী ক্ষণ, হায়, বসুদেব কাণে'

স্বপ্ন সম কহি দিবে কি উপায়ে আজি,
রক্ষিতে হইবে কৃষ্ণ গোকুল নগরে।
রহ আমি স্মরি ক্ষণ মায়াদেবী এবে।

(ধ্যানে স্মরণ)

(মোহদণ্ড হস্তে মায়াদেবীর প্রবেশ।)

মায়া। কেন দেব কি কারণ স্মরিলা অধমে?
স্বর্গ ছাড়ি মর্ত্তে আমি ছিলাম এক্ষণে
প্রজাপুঞ্জ দেখিবারে; স্বপ্ন সহ ভ্রমি
নিশীথ সময়ে দেব, মোহ-দণ্ড ধরি!
ভূপকে দরিদ্র করি মায়ার কৌশলে,
দিন হীনে ভূপ করি,—এমনি কুহক,
এমনি মায়ার মায়া ও পদ প্রসাদে।
দেখাই জগত জনে মায়ায় গঠিত
বিশ্বরাজ্য; মায়াসূত্রে বান্ধিয়াছি সবে।

শিব। যাও দেবি, শীঘ্র যাও বসুদেব পাশে
কহিও এরূপ তারে; "শিবের আদেশ
আসিয়াছি, মায়া আমি, রক্ষিতে তনয়ে।"
উঠ তুমি, বলি তারে, সেই পুত্র সনে
যাইবে লইয়া তুমি গোকুল নগরে—
নন্দালয়ে, যেথা আজি নন্দরাণী, হায়,
জন্মিবে তনয়া চারু! রাখি পুত্রে তথা,—
আনিবে তনয়া তার কংস-কারাগারে।

মায়া। যে আজ্ঞা হে দেবপতি! এখনি পশিব
কারাগারে মায়া বলে। সকলে নিদ্রিত
হইবে, যখন আমি, আপন প্রসাদে,
উত্তরিব সেই স্থানে। খুলিবে অমনি
লৌহময় ভীমদ্বার; খুলিবে নিগড়,
যায় বান্ধা বসুদেব কংস কারাগারে।
স্বপনে চমকি উঠি মনের উদ্বেগে
চলিবে সে পুত্র ল'য়ে রক্ষিতে গোকুলে।
শৃগালের রূপ ধরি যাব অগ্রে আমি,
যমুনার পার কালে, আশঙ্কা নিবারি।

শিব। এইরূপে পাল তুমি মম অনুমতি,
অবিলম্বে যাও তবে মথুরা নগরে!

মায়া। যথাদেশ দেবপতি, চলিলাম তবে!

[মায়াদেবীর প্রস্থান

শিব। শুন প্রিয়ে, ভর তুমি নিজ জ্যোতি আজি
নন্দরাণী কন্যা প্রতি, তব অংশে যাহা
জন্মিবে গোকুলে হায়, আজি নিশাকালে।

ভগ। কেন নাথ, সে বিষয়ে চিন্তিত আপনি?
মম অংশে জন্মে কন্যা; তার তরে, দেব
না দেখি ভাবনা কিছু, জানিও জগতে।
বধিবারে কংস আনি শিলা সন্নিকটে

তুলি তারে শিরোপরে, আঘাত উদ্যোগ
যেমনি করিবে, হাত খুলিবে অমনি,
উর্দ্ধে শিশু পালাইবে করি দৈববাণী,
জীবমৃত রবে যায় কংস নিরবধি।

শিব। এই ত সফল বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শচীপতি,
তোমাদের মন-আশ, তব সমাগমে
আলোকিত ভাবি আমি এ কৈলাস-পুরি।
লক্ষ্মী, শচী, কেন বল, কেন উহাদের,
এ কঠোর স্থানে সব আনিয়াছ আজি ?

ইন্দ্র। সে কি দেব, তব পদ, দেব আরাধ্যে!
সতত শরণাগত দেবকুল যত,
কিন্তু ভয় করি মোরা, আসিতে সতত
শ্রীচরণ দরশনে, যোগ ভঙ্গ ত্রাসে।
নহে ইচ্ছা দেবকুল, বৃথা বিঘ্ন দিতে,
আপনার যোগে নাথ এ নির্জ্জন স্থানে।

শিব। চলুন দেখিগে এবে, বিষ্ণু অংশে হায়,
কিরূপ সে কৃষ্ণ জন্মে, ভূ-ভার হরণে,
দৈবকী উদরে আজি কংস কারাগারে ?
অথবা গোকুলে যেথা, গোকুল রমণী,
ব্যাকুল সতত আজি, প্রসব বেদনা

শুনিয়া সে নন্দরাণী ; যেথা বসুদেব
আনিবে সে কৃষ্ণে হায়, আজি নিশাকালে !

সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—যমুনাতট।

(সদ্যোজাত শিশু হস্তে বসুদেবের প্রবেশ।)

বসু। ভয়ঙ্কর নিশি হায়, অন্ধকারময়,
গ্রাসিতে আমায় যেন উদিত এরূপে।
কেন কারাগার ছাড়ি আইনু মরিতে
যমুনার কূলে আমি ? তরঙ্গ উথলি
পড়িছে যমুনা কূলে প্রভঞ্জন বলে।
বিদ্যুৎ-ঝলকে সদা ধাঁধিছে নয়ন ;
আর নাহি দৃষ্টি চলে, কেমনে বাঁচাব,
এই চারু শিশু আজি বুঝিতে না পারি !

কেমনে হইয়া পার এ যমুনা আমি
যাইব গোকুল-ধামে; যেথা নন্দরাণী
প্রসবিয়া কন্যা এবে নিদ্রা অভিভূতা!

(বজ্র শব্দ)

উহু উহু, প্রাণ যায় জীমূতের রবে,
এই বজ্র কেন আসি না পড়িল আজি
মম শিরোপরে হায়! সদ্যোজাত শিশু
মারিতে কি আনিলাম যমুনার কূলে!
হা বিধাতঃ! তব লীলা বুঝিতে না পারি!
এই হেতু বুঝি তুমি সপুত্র মারিতে
স্বপ্ন দিলা নিশাকালে, যে উদ্বেগে আজি,
কারাগার ছাড়ি আমি, আইনু সত্বর
যাইতে সে নন্দালয়ে, বাঁচাতে শিশুরে।
হা বিধাতঃ! একি লীলা দেখি তব আমি!
সাত পুত্র গতে বুক ফাটে দিবানিশি,
তথাপি না দেখ চেয়ে কৃপা দৃষ্টে মোরে?
কোন্ অপরাধে হায়, অপরাধী আমি?
কোন্ অপরাধে বল, দৈবকী বিধাতঃ
অপরাধী তব কাছে? কংস কারাগারে
কাঁদিছে সে দিবানিশি পুত্র শোকে এবে।
এখনি জাগিয়া উঠি শূন্য কোল হেরি

আর্ত্তনাদ করিবে যে, কে বুঝাবে তায়,
পাষাণ বিদরে যার শুনি আর্ত্তনাদ!

(ক্ষণকাল নিস্তব্ধভাবে দণ্ডায়মান)

এই যে শৃগাল চলে যমুনা উপর,
জল নাই তবে বেশী, আমি অনায়াসে
হব পার, নামি তবে যমুনা ভিতর।

যমুনা পার কালীন বাসুকী পুত্রের মস্তকে ফণা ধরিয়া পশ্চাৎ গমন বসুদেব যমুনা মধ্যে গমন করিতে করিতে।

বসু। এত কষ্টে বাঁচাইতে পুত্রে পারি যদি,
সার্থক জীবন মম ভাবিব তখন।

প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ইন্দ্রসভা।

শচী, ইন্দ্র, সিংহাসনোপরি; মেনকা, রম্ভা, চিত্রলেখা
ও অন্যান্য অপ্‌সরিগণের প্রবেশ।

মেনকা। কি কারণ অসময়ে আজি দেবপতি!
ডাকিলা আমায় সবে, আজি সভাস্থলে?
কি মঙ্গল ধরাধামে, অথবা ত্রিদিবে,
কহ, হে ত্রিদিবপতি, কহ ব্যক্ত করি?
শুনিতে উৎসুক মোরা, যে কারণ আজি
সত্বর গমনে সবে আইনু এ স্থানে।

ইন্দ্র। জন্মিবেন দেব অংশে দেব নারায়ণ
দৈবকীর গর্ভে আজি, মঙ্গল উৎসব
যে কারণ দেবপুরে হবে এই ক্ষণে।
পুষ্প বৃষ্টি করিবারে আদেশিনু এবে
পারিজাত উপবন রক্ষক সকলে।
যেই ক্ষণে বসুদেব রক্ষিবে গোকুলে
কৃষ্ণে হায়, নিরাপদে, যশোদার ক্রোড়ে,

অমনি ইঙ্গিত মাত্র গাইবে তোমরা
নাচিয়া আনন্দে সবে, অমনি হইবে
পুষ্প বৃষ্টি ধরাধামে, অমনি মধুর
বাজিবে স্বর্গীয় বাদ্য সঙ্গীত স্বরূপে।

মেনকাদি অপ্সরাগণ ইঙ্গিত অপেক্ষায় নর্ত্তকী বেশে দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান (ক্ষণপরে মধুর স্বর্গীয় বাদ্য।)

অপ্সরাগণের নৃত্য ও গীত।

লুম-ঝিঁঝিট—তাল খেম্‌টা।

আজি কি আনন্দ দেখ, হাসিছে ধরণী;
গোপালয়ে গোপকুলে, ত্রিদিবে রমণী।
সুখ দুখ তাপহারী, ভুভার হরণকারী,
জন্মিলেন সে শ্রীহরি, গোপ চূড়ামণী।
কংস বিনাশনকারী, অসুরের দর্পহারী,
বৃন্দাবন বনচারী, নট শিরোমণি।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০:০—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—গোপরাজ কক্ষ বহির্ভাগ

কার্য্যাধ্যক্ষ, নন্দরাজা ও অনুচর।

নন্দ। শুন ওহে কার্য্যাধ্যক্ষ, মম আজ্ঞা আজি
পাল তুমি বিধিমতে; প্রভাত সময়ে
সাজাইবে গৃহদ্বার পল্লবিত করি,
দিবে ধ্বজা সাজাইয়া প্রতি গৃহ-চূড়ে
অট্টালিকাপরি আজি; ষোড়শোপচারে
পুজিবারে দেবকুলে, দিবে অনুমতি
পুরোহিতগণে সবে; ত্রুটি নাহি শুনি
যেন হেন, কোন কার্য্যে, নিশি অবসানে।

কার্য্য। যা আদেশ মহারাজ! শিরোধার্য্য মম,
এখনি পালিব আজ্ঞা; প্রভাত সময়ে
দেখিবেন পল্লবিত গৃহদ্বার সব।
উড়িছে পতাকা এই রাজ-গৃহোপরি;

হাসিছে এ নন্দালয় ; মঙ্গল আরতি
স্বস্ত্যয়ন পাঠ আদি, শুনিয়া ভূপতি
খুলিবেন আঁখি কল্য নিশি অবসানে।
এ উৎসবে গোপগণ পল্লবিত করে
স্ব স্ব গৃহ এবে তারা ; বিবিধ বিধানে
সাজাইছে গৃহদ্বার জাগি সারানিশি।
রাজপথে পুষ্পবৃষ্টি হতেছে সতত ;
যমুনার জলপূর্ণ কুম্ভ সারি দিয়া
সাজাইছে গৃহদ্বার ; আমরাও গৃহ
সাজাইব সারানিশি হে রাজন্ আজি !
চলিলাম এবে তবে ; ক্রমে নিশি শেষ,
বিশ্রাম করুন গিয়া এবে শয্যা'পরি।

নন্দ। শুন ওহে কার্য্যাধ্যক্ষ ইচ্ছা নাই মম
মুদিতে নয়ন ক্ষণ এ উৎসবে আজি।
পুত্র মুখ দরশনে প্রফুল্ল অন্তর
একে রহিয়াছে মম, তাহাতে আবার
শুনিয়া নগরবাসী রাজভক্তি হেন,
আর কি মুদিব আঁখি এ আনন্দে ক্ষণ ?
কতক্ষণে প্রভাতিবে আজি বিভাবরি,
দেখিব প্রাসাদে উঠি, কিম্বা পদব্রজে,
ভ্রমিয়া আপনি এই গোকুল নগরে,

কে কেমন ভাবে আজি সাজাইছে হায়,
নিজ নিজ গৃহদ্বার, এ উৎসব দিনে।

পাঁজি পুঁথি লইয়া একজন কুলাচার্য্যের প্রবেশ।

(রাজার প্রণাম।)

চার্য্য। সুখে থাক, মহারাজ, এ আশিস করি!
হেন সুলক্ষণযুক্ত পুত্র নাহি দেখি
তব পুত্র সম, দেব! বাঁচিলে এ শিশু,
পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে নিশ্চয়।
সেই ভাগ্যধর বিশ্বে, যে জন জগতে
হেন পুত্রে জন্মদেয়; বহুভাগ্য বিনা
সুসন্তান নাহি জন্মে; যার পরিচয়ে
পিতৃকুল সমুজ্জ্বল করয়ে জগতে।

নন্দ। হে আচার্য্য, পুণ্য মম কি আছে জগতে,
লভেছি যে হেন ধনে? পুত্র গুণবানে
পিতা-মাতা-সুখ বৃদ্ধি; যেমতি জগতে
যতনে পালিত বৃক্ষ সুফল প্রদানে,—
আরোপি সে ফুল্ল হয় আশালব্ধ ধনে।

আচার্য্য। হে রাজন, এই পুত্র ধরা অধীশ্বর
হইবে জানিও কিন্তু, বিশেষ গণনা
করিয়া দেখিয়া আমি কহিনু তোমারে।

নন্দ। কে আছ হেতায় কহ?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

রীতিমত আজি

পুরস্কার দেহ এঁরে অধ্যক্ষে কহিয়া।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

যান তবে, এবে মম অধ্যক্ষ সমীপে।

আচার্য্য। যে আজ্ঞা চল্লেম তবে, বসুন আপনি।
(স্বগতঃ) এইত আমার কাজ সফল এখন!
মনোমত কথা কয়ে, ভুলায়ে সকলে
অর্থ লই ; জ্ঞানীলোক, তার মনতেজ
কোমল আশার পাশে, সেই আশা বীজ
অঙ্কুরিত করি মনে তোষামোদ সহ।
অমনি বিশ্বাস শুনি জ্যোতিষ বচনে,
হিতাহিত জ্ঞান শূন্য, অমনি আমায়
কি দিবে যে পুরস্কার না পায় ভাবিয়া।

[প্রস্থান।

অনুচর। ক্রমে নিশি অবসান ; যান অন্তঃপুরে
বিশ্রাম লভুন ক্ষণ ; কল্য প্রজাকুল
প্রভাতে নিশ্চয় সবে আসিবে ভেটিতে,
নানাবিধ দ্রব্য লয়ে এ নগরবাসী।

(নেপথ্যে, দৈববাণী গীত)

রামকেলী—কাওয়ালী।

হে ভূপ সামান্য এ পুত্র কভু নয় ;
কংস ধ্বংসকারী, ত্রৈলক্ষ্যপতি শ্রীহরি,
তব গৃহে জনম হয়।
দৈবকী উদ্ধারকারী, ভূভারহারী, শ্রীপতি,
ত্রিভুবন পালিবেক নন্দন মহামতি;
কৌশলে কৌশলী বলি জানিবে ধরায়।

যাই তবে অন্তঃপুরে, দেখি পুত্রে এবে ;
এই দৈববাণী যদি সত্য হয় সব,
আচার্য্যের কথা তবে সফল হইবে।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজপথ।

দধি দুগ্ধ ভার লইয়া দুইজন গোপের প্রবেশ।

১ম। চল যাই, চল যাই, প্রভাত সময়,
দধি-দুগ্ধ-ভার লয়ে ভেটিতে রাজনে।
শত শত লোক দেখ অবিরত আজি,
চলিছে নিয়ত এই রাজপথ দিয়া
নানাবিধ দ্রব্য লয়ে—নন্দালয়ে সবে।
কেহ দধি দুগ্ধ আনে, কেহ বা আনিছে,
সুখাদ্য বিবিধ হায়, আজি রাজগৃহে
মহোৎসবে; ওই শুন, বাজেবাদ্য এবে;
ওই দেখ সমীরণে উড়িছে পতাকা
প্রতি গৃহচুড়ে এবে; কি সুন্দর আহা,
গোকুল নগর আজি! রাজপথে, হায়,
কেহ নাচে, কেহ গায়, মনের উল্লাসে!

২য়। রাজপুত্র জন্মিয়াছে তাই ভাই আজি
আনন্দ সাগরে ভাসে এ নগরবাসী।

প্রভাতে উঠিয়া আজি, গোষ্ঠে নাহি গেনু,
রাজগৃহে আসিবারে; গরু গুলা এবে
হাম্বারবে ডাকিতেছে না দেখি আমায়;
চল যাই, শীঘ্র মোরা এ কাজ সমাপি।

প্র। আর নাই বহুদূর, আসিয়াছি প্রায়,
রাজগৃহ সন্নিকটে; এস শীঘ্র করি।

দ্বি। আর কত শীঘ্র যাব? প্রভাতে উঠিয়া
চলিতেছি উভয়েতে, পথ কিন্তু শেষ
কিছুতেই নাহি হয়; কহ কতদূর?

প্র। ওই যে উড়িছে ধ্বজ গৃহ চূড়োপরি,
অত্যুচ্চ অদূরে ওই,—ওই স্থানে যাবে।

(দৃশ্যোপরি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ।)

দ্বি। এস ভাই শীঘ্র তবে দ্রুত পদক্ষেপে;
না হ'লে সময়ে মোরা জুটিব কেমনে।

(উভয়ের প্রস্থান।)

(তিনজন গোপিনীর প্রবেশ।)

প্র। দেখ্ বোন্, সারানিশি জেগেছি দু'জনে
সাজাইতে গৃহদ্বার; পসরা লইয়া
যাইতেছি রাজগৃহে; মথুরায় আজি
নাহি যাব, লোক দ্বারা দুগ্ধ পাঠাইব।

দ্বি। আমারও তাই বোন্ এই কতক্ষণ;—
গরু গুলা জাব দিয়া নিশ্চিন্ত হইনু।

ব্রজ বালকেরা আজি নাচিয়া নাচিয়া
বেড়াইছে রাজপথে; আনন্দে বিহ্বল
এ নগরবাসী সবে; রাজপথে আর
নাহি চলা যায় সই; গোপবধূ মোরা
সদাই আতঙ্কে মরি শরমের দায়।

দ্বি। এই যে,—ছোঁড়ারা সব আসিছে নাচিয়া
এইদিকে, কোথা যাব, যাক্ চলি ওরা।

(পার্শ্ব দৃশ্যের স্তম্ভে দণ্ডায়মান থাকিয়া ক্রমে প্রস্থান।

বালকদিগের নৃত্য ও গীত—

টোরি—একতালা।

আজি গোকুলে কি শোভা শোভিত,
বহু নরনারীগণে রাজপথে ক্রমে উদিত।
দেখ নন্দালয়ে চলে, সবে দলে দলে, হয়ে পুলকিত,
ভারে ভারে গোপগণে, ভেটিতে রাজনে, রাজপথে ধাবিত,
কিবা মহোৎসবে, পুলকিত সবে, সহ বাদ্য গীত।

[আচার্য্য ও তল্পিদারের প্রবেশ।]

আচার্য্য। বেজায় এ ছোঁড়াগুলা, ওহে তল্পিদার
রয়ে চল, স্থির হও, দেখেছ কি রূপ?
একেবারে মজাইতে চাও নাকি মোরে?

এ-জ-বা। কি বলিলে ফের বল, বেজায় আমরা?
এই দেখ, মুণ্ড তোর খাই সবে মিলি।

ব্রজবালকদিগের পরিবেষ্টন।

আচার্য্য। (স্বগতঃ) কি বিপদ! কি বিপদ! কার মুখ দেখি
উঠিয়াছি প্রাতঃকালে; এবার মরিনু!
গরিব ব্রাহ্মণ আমি, সহস্র অধিক,
পুরস্কার পেনু আজি, ভেবেছিনু মনে,—
এখনই গিয়া আমি, ব্রাহ্মণীরে আজি
নানা অলঙ্কারে, হায়, সাজাব যতনে!
আহা সে যে,—ভালবাসে খাই'তে পরিতে;
তার ভাগ্যে সবে কেন হেন সুখ বল!

এ-বা। কি বকিছ মনে মনে? বৃদ্ধ হলে শুনি
মতিভ্রম হয় সদা, তাই বুঝি এবে
বকিতেছ মনে মনে বাতুলের মত?

আচার্য্য। (স্বগতঃ) বেজায় এ ছোঁড়াগুলা নাহি রক্ষা আর।
(প্রকাশ্যে) কি আর ভাবিব, বাপু, পিতৃতুল্য আমি;
মোর সনে ঠাট্টা করা ভাল কি দেখায়?

এ-বা। বেজায় বলিলে কেন; কি করেছি মোরা?
অনিষ্ট করেছি কিছু? বল শীঘ্র, নয়
এখনি কাড়িয়া লব পুঁটলি তোমার।

আচার্য্য। (স্বগতঃ) পুঁটলির কথা তুলে, তবেই ত গেছি!
এ পুঁটলি গেলে পরে বাঁচিয়া কি সুখ?
মরণ আমার ভাল পুঁটলি বিহনে।

(সকাতরে প্রকাশ্যে।)

না বাবা, মিনতি করি, ঘাট হইয়াছে,
রক্ষা কর, পথ দাও, যাই চলি আমি।

এক জন। ছেড়ে দে আচার্য্যে, ভাই, গানটাও মাটি
হয়ে গেল, এত কষ্টে জমায়ে আনিনু।

[পুনরায় গীত গাইতে গাইতে প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—কারাগার।

দৈবকী, তৎপার্শ্বে বিনয়ী-ধাত্রী কন্যাকে ক্রোড়ে
ধারণ; বসুদেব শয়নে।

দৈ। মনোহর কন্যা মম, আহা কিবা রূপ!
কেমনে লুকায়ে হায়, রাখিব ইহারে!
দশ মাস ধরি কন্যা জঠরে আমার
প্রসবিনু কত কষ্টে; প্রসবিয়াবধি

সে যাতনা ভুলেগেছি। মায়া সমুদিত
মনে মম, মহামায়া কহে লোকে যারে।
নয়নে নয়নে আমি রাখি দিবানিশি—
মাতৃস্নেহ হেনরূপ ; ভাবি মনে মনে
কেন রে অবোধ কন্যা জঠরে আমার
জন্মিলি মরিতে তুই ! ভ্রাতা নিরখিলে
আর কি রাখিবে তোরে ! বহু কষ্টে যারে
পাইনু জগতে আমি, কেমনে ছাড়িব—
কেমনে থাকিব বল তাহার বিহনে।
এইরূপে সাত পুত্র গত ক্রমে মম ;
অষ্টমে লভিনু কন্যা, তথাপি যে হায়,
নাহিক নিস্তার তার। কুটীর নিবাসী
দিন আনে দিন খায় সেও ভাল বলি
হেন রাজভোগাপেক্ষা। হা বিধাতঃ তব
কিরূপ এ লীলাখেলা বুঝিতে না পারি,
শেল সম পুত্রশোক বিন্ধিতেছে বুকে,
সে শোক সম্বরি হেন কি উপায় আছে ;
স্নেহমুখী কন্যা দেখি শোক উথলিত,
না মানে প্রবোধ মনে, উঠিয়া রাজন
ছুটিয়া আসিবে সে যে বধিতে উহারে।

[প্রস্থান।

বিনয়ী। কেঁদনা কেঁদনা মাগো! লহ কন্যা কোলে;
দেহ স্তন কন্যামুখে, বহুক্ষণ হায়,
না পাইয়া স্তন আই শুষ্ককণ্ঠ এবে;
লহ কোলে ক্ষণ তুমি বাঁচাও শিশুরে।

দৈব। দেখ্‌লো বিনয়ি ভাবি, কেমনে এ শিশু
বাঁচাব আমি তা বল্‌? হায়, কন্যা মম
শত্রুগর্ভে জন্মিয়াছে; বিঘোরে যাইবে
ইহার কোমল প্রাণ। কেমনে মা হয়ে
দিব সে ভ্রাতার হাতে চিরশত্রু মম।
এ দুখের উপশম নাহি কি জগতে?
সে দিন যদ্যপি ভ্রাতা বধিত আমারে
বিবাহের পরক্ষণে,—দৈববাণী যবে,
তা হ'লে ত এত কষ্ট এত দিন হায়,
নাহি পাইতাম আমি; কেন স্বামী মোরে
বাঁচাইল সেই দিন; জীবন্মৃত হয়ে
রহিয়াছি ধাত্রি আমি বঁাচিয়া জগতে।
আর তুই বলিস্‌ না কন্যাস্নেহ হেতু;
এ স্নেহের পরিণাম বিষম জগতে
আমার অদৃষ্টে ধাত্রি! উপায় যদ্যপি
থাকিত লো কোনরূপ, এখনি অমনি
আত্মঘাতী হইতাম সে জ্বালা নিবারি।
(রোদন।)

বিনয়ী। কেঁদনা কেঁদনা আর, কর কোলে শিশু,
স্তন দাও ক্ষণকাল; ভুল ক্ষণ তুমি,
নিরখিয়া চাঁদমুখ এ শিশুর আজি।

(দৈবকীর শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ ও অপর হস্তে নিজ চক্ষুজল মোচন।)

দৈব। হা শিশু! কেনরে তুই এ অভাগী গর্ভে
মরিতে জন্মিলি আজি? এ ত মাতা নয়,
শত্রু তোর, শোকাবেগ উথলিতে বুঝি
এসেছিস্ তুই আজি; আর মায়া বৎস!
দেখাইছ কি কারণ? এখনি যে আমি
হারাব তোমায় হায়, চিরদিন মত।

(বসুদেবের গাত্রোত্থান।)

বসু। কি সন্তান জন্মিয়াছে? কন্যা বুঝি এবে;
কন্যা পুত্র উভয়েই সমান জগতে
পিতা মাতা কাছে হায়; সমান যতনে
উভয়ে পালিত বিশ্বে; কিন্তু বিপরীত
আমার এ পুত্র কন্যা, যায় কংস, হায়,
বধিবে শুনিবা মাত্র। হায়, বিধি কেন
এ হেন সুন্দর ফল দিলা পুনঃ মোরে।

নেপথ্যে কংসের আগমনের পদশব্দ।

দৈব। দেখ নাথ! দেখ নাথ! কালরূপী ভ্রাতা
আসিছে কাড়িতে কন্যা, কোন্ প্রাণ ধরি
সদ্যোজাত শিশু আমি দিব শত্রু হাতে।

আর যে যাতনা নাথ, নাহি সহে মম ;
কেন না মরিনু আমি বিবাহের আগে ;
তা হ'লে ত এ যাতনা সহিতে না হ'ত।

(কংসের প্রবেশ।)

কংস। দাও ভগ্নি ! দেখি কন্যা কিরূপ তোমার
জন্মিয়াছে গত নিশি ; দাও শীঘ্র মোরে।

দৈব। কি বলিলে ভ্রাতা মম ? ছয় পুত্র আমি
একে একে তব হস্তে প্রদানিনু হায়
শূন্য করি অঙ্ক মম ; সেই যে তাদের
একে একে লয়ে গেলে, আর পুনরায়
নাহি দিলে ফিরি মোরে। কিরূপে বিশ্বাস
করিব তোমায় আর, কোথায় তাদের
রেখেছ ভূপতি তুমি ? আর কি জগতে
মা বলিয়া পুনঃ তারা আসিবে না ফিরি
মম অঙ্কে ? চুম্বি কোলে না পাব লইতে ;
এটি মম কন্যা হায়, না দিব তোমায়।
অষ্টম গর্ভের কন্যা কি শত্রুতা বল
করিবে তোমার বিশ্বে ? পুত্র হ'লে পরে
অবশ্য তোমায় ভ্রাতঃ ! দিতাম এখনি।

কংস। পুত্র কন্যা যেই হোক দেহ তুমি ওরে,
নচেৎ এখনি আমি লইব কাড়িয়া।

দৈবকী ক্রন্দন করিতে করিতে শিশুর প্রতি।

দৈব। হা শিশু কেমনে রক্ষি তোমায় জগতে।
কেন শত্রুগর্ভে জন্মি, এ জ্বালা আমায়
এলি প্রদানিতে তুই; কেমনে তোমারে
ছাড়িয়া বাঁধিয়া বুক থাকিব জগতে?
আর যে আমার বিশ্বে নাহি একজন
যতনের ধন হায়; আট শিশু মাতা
কোথায় হইব আজি, কোথা শূন্য হায়
অঙ্ক মম—রহিল রে—চিরদিন মত।

(কংসের বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লওন।)

পায়ে ধরি, পায়ে ধরি, ছেড়ে দাও ভ্রাতঃ
কন্যা মম; কিম্বা তুমি বধ আগে মোরে।
পরে কন্যা বধিও গো এ মিনতি মম;
লোওনা লোওনা তুমি কাড়িয়া আমার
কাঙ্গালিনী ধন চাক্ক,—দৈবকীর ধনে।
আর পুত্রশোক নাহি সহ্য হয় প্রাণে।
বধি মোরে ত্রাণ কর এ যাতনা হতে।

[যোগমায়াকে লইয়া কংসের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—শিলা সন্নিকট।

যোগমায়াকে লইয়া কংসের প্রবেশ।

কংস। সুন্দর এ শিশু হায়, কেমন চানূর!
বধিতে যাতনা মনে আমারি হতেছে,
দৈবকীর হবে তার বিচিত্র কি বল?

চানূর। সে কি দেব! মায়া হায় জানে কি অসুরে?
দিবানিশি মল্লযুদ্ধ, অসুর বিক্রমে
সতত মেদিনী কাঁপে; অপত্য স্নেহের
নহে বাধ্য মোরা কেহ,—এ নগরবাসী।

কংস। শিলা'পরি এইবার আঘাত প্রদানি,
কি বল চানূর তুমি, আর দেরি কেন?

চানূর। যে আজ্ঞে এখনি দেব নিষ্কণ্টক হবে
বধিলে অষ্টমজাত এ শিশুরে আজি।

(শিশুকে মস্তকোপরি উত্তোলন করিয়া আছাড় উৎযোগ
তৎকালীন যোগমায়া হস্ত হইতে স্খলন হইয়া
উর্দ্ধে গমন ও দৈববাণী।)

দৈববাণী। শোন্ কংস দুরাচার? তোরে যে বধিবে
গোকুলে সে বাড়িতেছে জানিস্ পামর!
সেই বৈরী, একদিন বধি কিন্তু তোরে,
বসাইবে উগ্রসেনে রাজ সিংহাসনে,
দৈবকীরে বসুদেবে করিবে আসিয়া
কারামুক্ত, লভি রাজ্য,—বিনাশি অসুরে।
এই তোর বীর দর্প খর্ব্ব হবে হায়
তার কাছে; মথুরায় নাহি রবে কেহ
মল্ল আদি, এবে যারা আস্ফালিছে সদা।

(কংস চিন্তাযুক্ত।)

[illegible]র। কি চিন্তা হে মহারাজ! এই দৈববাণী
নিষ্ফল হইবে সব কহিনু তোমারে।
কার সাধ্য প্রবেশয়ে এ নগরে দেব?
শত শত অস্ত্রিদল ফেরে নিরবধি
রক্ষিয়া দুর্গের এই তোরণ সমূহে।
প্রফুল্ল হউন মনে, চলুন ত্বরিতে
রাজসভা মাঝে এবে; সুযুক্তি এখনি
মন্ত্রিসনে বসি মোরা করি এইক্ষণে।

কংস। চল তবে চল যাই, কিন্তু দৈববাণী,—
শেল সম বিদ্ধ হল এ অন্তরে মম।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—০:০—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য— গোচারণের মাঠ।

ব্রজ বালকগণের সহিত বালক কৃষ্ণের প্রবেশ।
(নেপথ্যে গান গাইতে গাইতে প্রবেশ)

ঝুম-বিভাষ—একতালা।

চলহে কানাই, ধেনু লয়ে যাই, সেই শ্রীবৃন্দাবনে।
ভানু উদয় হ'ল, গোষ্ঠে চল চল, ভাই দ্রুতগমনে॥
দেখ দেখ ভাই আজি ধেনুকুল,
বেণুরব না শুনিয়া আকুল,
চলে না কানাই ছাড়িয়ে গোকুল,
নাহি যায় সে শ্রীবৃন্দাবনে॥

সুবল। ভানুর উদয় ভাই, চল হে কানাই,
শীঘ্র চল, দেরি হ'ল আজি গোষ্ঠে যেতে।
চল বৃন্দাবনে যাই, যেথায় কানাই!
গাভীকুল পাবে শ্যাম নব দুর্ব্বাদল
বসন্তে বসুধা অঙ্গে; তাই বলি চল,
সেই বৃন্দাবন ধামে। বেণুরব বিনা
চলেনা যে গাভীকুল হে কানাই তব।
সবার কনিষ্ঠ তুমি, তাই নাহি পার
চলিতে মোদের সনে, দেখিতেছি আমি;
আস্তে আস্তে এস ভাই, ছুটিয়া আসিলে,
পড়িয়া যাইবে তুমি; নন্দরাণী মায়ে
কি বলে বুঝাব বল; চারু অঙ্গে তব
বাজে যদি, ব্যথা মনে পাইব সকলে।

কৃষ্ণ। সে কি হে সুবল! বল, পারি নাকি আমি
চলিতে তোমার সনে? সব এক সম,
কেহ ছোট কেহ বড় নহেক যখন।
মা আমার বলি দেছে, সে কথা ধরিয়া
খেলাইতে ভয় পাও এ বড় অন্যায়।
সবে এক সম ভাই, এক স্থানে মোরা
আসি যাই নিত্য যবে গরু চরাইতে।

সুবল। তোমারে কানাই মোরা বড় ভালবাসি,
তাই ইচ্ছা কষ্ট যেন না হয় তোমার

গোষ্ঠে আসি, ফিরি বনে ; মা তোমার সদা
বলি দেন নানা কথা বালক বলিয়া।
ব্রজ-বালকের সনে, ভ্রমি বনে বনে,
কষ্ট হয় পাছে তব ; তাই হে কানাই,
সুধাই হে পদে পদে ভালবাসি বলে।

কৃষ্ণ। গাওনা শ্রীদাম ভাই, গরু-গুলা এবে
শুনি গান চলিবে হে তব সাথে সাথে ;
ছড়ায়ে পড়েছে ধেনু অদূরে এ মাঠে ;
কর গান, শুনি মাত্র, আসিয়া জুটিবে।

শ্রীদাম। ও কানাই ! বেণুরব সবে ভালবাসে ;
তা হলেই ধেনুকুল আসিয়া জুটিবে।

কৃষ্ণ। আচ্ছা ভাই, শুন তবে করি বেণুরব।

(বংশী বাদন)

তুমিও শ্রীদাম ভাই গাও একবার,
দিই করতালি আমি, নাচি তব সাথে—
তালে তালে, এই ভাবে যাব বৃন্দাবনে।

শ্রীদাম। এস তবে করি গান, যাই বন পানে।

শ্রীদামের গীত।

খাম্বাজ—তাল ঢিমে তেতালা ;

চল চল চল সবে দ্রুত পদ ক্ষেপণে ;
নব বিভাকর শোভা ক্রমে খর গগণে।
দেখ এবে গাভীকুল, ছাড়ি চলে গোকুল,
চল চল সবে চল, ব্রজের কাননে।
মধুর গানেতে হায়, ঊর্দ্ধ-পুচ্ছ-গাভী ধায়
বিবিধ বিহগ গায়, শুনি গান শ্রবণে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বৃন্দাবন।

(রাধা, চন্দ্রাবলী, ললিতা, বিশখা ও চম্পকলতার প্রবেশ)

রাধা। শুন সই ! বাজে ওই, নিকুঞ্জ কাননে
সুমধুর বাঁশী হায় ; নিয়ত লো শুনি—
পসরা লইয়া যবে, যাই লো স্বজনি !
যমুনার কূল পানে যাইতে মথুরা।
কে বাজায় বাঁশী সই, গোপীকুল মন
মজাইয়া হেনরূপ ; আর কি স্বজনি !
শুনিয়া বাঁশীরধ্বনি চায় কি লো মন,
যাইতে মথুরা পানে, ইচ্ছা হয় মনে,—
শুনি লো বাঁশীর ধ্বনি থাকি হেন স্থানে ;
খুঁজি কে বাজায় বাঁশী এ নিকুঞ্জ বনে।

(নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

চন্দ্র। আবার শুন লো সই, বাঁশী নানা তানে
হানে শেল প্রাণে এবে ; মোরা গোপবালা,
তাহাতে যুবতী সবে ; শুনি বাঁশীধ্বনি
দ্বিগুণ বিরহ জ্বালা জ্বালায় এ মনে।

(পুনরায় নেপথ্যে বংশীধ্বনি)

চম্পা। শুন শুন শুন তবে ক্ষণ মন দিয়া,
কেমন মধুর হায়, এ নিকুঞ্জ বনে
বাঁশী-ধ্বনি প্রাণ সই, যে স্বরে দেখনা,
নাচিতেছে শিখিগণ, কুরঙ্গিণী দূরে,
স্তব্ধিভূত বনরাজি, বিহঙ্গমকুল
নাহি গায়, লাজে হায়, যে নিনাদ শুনি।
চল্ মোরা যাই সবে, দেখিগে কোথায়
কে বাজায় বাঁশী হেন, এ নিকুঞ্জ বনে।

রাধা। আর না লো বাজে বাঁশী, কেন লো থামিল?
যারে ভালবাসি সই, তারে লো পাইতে
সতত যতন মনে, সে যতন তরে
থামিল কি বাঁশী পুনঃ; দেখ্ দেখ্ সই,
কারে কই কিবা রীতি পিরীতি জগতে।

বৃন্দা। আর না বাজুক্ বাঁশী, চল সই যাই
মথুরায়, বেলা হ'ল, দুগ্ধ লয়ে এবে।
হাট বাজারের কড়ি দুগ্ধ বিকাইয়া,
পেলে তবে কিনির লো, পান গুয়া আদি,
কল্য হতে নাই সই, যার আয়োজন;
করিয়া রাখিতে হবে; নতুবা অমনি
গোষ্ঠ হতে আসি সবে খড়্গা হস্ত হবে।

ললিতা। আমার লো কিছু ভাল, শাশুড়ি আমার
সব কাজ করি রাখে; মথুরা কেবল
যাইতে আমায় হয় দধি দুগ্ধ লয়ে।
প্রভাতে যখন সব পুরুষেরা দেখি
চলি যায়, গোষ্ঠে হায়, গরুগুলা ল'য়ে
একে একে, আমিও লো পসরা লইয়া
অমনি আসি লো চলি, তাম্বূলে অধর
রঞ্জিত সতত করি, কেশ পাশ বাঁধি,
অলকা তিলকা পরি, শেষে সূর্য্য অস্তে,
আসি বসি কড়ি সব দিই গুণি গুণি।

রাধা। তোর লো চাকুরি ভাল, আমার পুরুষ,
ক্ষণ দেরি হলে পরে, খড়্গা হস্ত হয়।
তাহাতে শাশুড়ি আর ননদী বাঘিনী
আসিয়া অমনি পড়ে, তাই সাধ মনে,
বিবাগী হইয়া সই, যাই কোন স্থানে।

বিশখা। চল যাই দেরি হ'ল যমুনার পানে;
আর দেরি ভাল নয়, ক্রমেতে যে বেলা
হতেছে; এসনা সবে; যাই দেখি গিয়া
খেয়া ঘাটে নৌকা এবে আছে কি না আছে?

রাধা। সত্যি সই, চল্, তবে খেয়া ঘাট পানে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—যমুনা তট;

(কৃষ্ণ নদীতটে)

(চন্দ্রাবলী, রাধা, বৃন্দা, ললিতা সকলের প্রবেশ।)

চন্দ্রা। দেখ্ সই ! কে দাঁড়ায় পথ আগুলিয়া,
আমাদের দেখি সবে ; বল্ না, স্বজনি,
পাশ দিতে ? পারে যাব, গোপবধূ মোরা,
এ চাতুরী বন মাঝে নারি যে বুঝিতে।
একে বেলা গেছে প্রায়, কখন বল না,
মথুরায় যাব মোরা, কখন ফিরিব ?

রাধা। আয়না আয়না সই ? ও কালা তোমার
কি আর করিবে বল ? গোপবধূ মোরা,
পারে কি লো ঠাট্টা মোরে, করিতে স্বজনি ?
মাতুলানী হই যবে এক গাঁয়ে বাড়ি।

কৃষ্ণ কোথায় সুন্দরী যাবে, পারে যাবে নাকি ?
দেহ দেখি পসরায় কি রয় তোমার ?

আমারে বিক্রয় কর, পারে গিয়া আর
অধিক কি হবে বল? সে মূল্য হেতায়
দিব আমি, তাই বলি পসরার মাঝে
কি আছে দেখাও মোরে, এ মিনতি করি।

(রাধা জনান্তিকে বৃন্দার প্রতি)

রাধা কি থাকে পসরা মাঝে, বল্‌না স্বজনি,
ক্ষীর, ননী, ছানা বিনা? কেমনে কখন,
বল্‌না জিজ্ঞাসা করি হ'ল দানী কবে
নির্জ্জন এ বন মাঝে? কুল-বধু দেখি
পথ আগুলায় সই, এ কেমন দেখি।
সরমে তরাসে মরি, দেখি হেন ভাবে
নদী-তীরে কালা আজি; বল্‌না সরিতে,
বেলা হ'ল—যাই মোরা, নদী-পারে এবে।

বৃন্দা। তুই সই বল্‌ ওরে, লজ্জায় বদন
কেমনে লো তুলি সই, কালার সম্মুখে।
কি জানি কি ঠাট্টা সই, নির্জ্জনে পাইয়া
করিবে লো কালামুখো; অমনি সরমে—
মরমে মরমে সই, রহিব মরিয়া।

(কৃষ্ণের প্রতি)

রাধা। দাও মোরে পথ ছাড়ি, তব মাতুলানী,
এক গাঁয়ে বাস করি, শুনিলে এ সব,
ক্রোধান্ধ হইবে রাজা ভাঙ্গিবে চাতুরী।

রাজা রাণী ভালবাসে, তাই যাই আসি,
গল্প গাছা করি নিত্য, বসি দুগ্ধ দিয়া,
পরে রাণী ঘুমাইলে, নিশ্চিন্ত হইয়া
পারে পুনঃ ফিরি আসি, এ দেরি হইলে
বকিবে ঝকিবে মোরে ; অমনি বলিব—
তোমার চাতুরী হেন নদীতীরোপরি।

কৃষ্ণ। বলিও যা হয় ইচ্ছা, ক্ষীর, ননী, ছানা,
যাহা রয় দেহ, নয় কাড়িয়া লইব।
(রাধার পসরার এক পার্শ্ব ধারণ)

রাধা। দেখ্ সই ! কোথা যাব, কেড়ে লবে বলে ;
সত্যি লো মোদের জোরে পারে না কি কালা ?
আয় না, সকলে মিলি হারাই কালাকে।
(যেঁ দিকে রাধা সেইদিকে সখীদের পসরা ধারণ
অপর দিকে কৃষ্ণ)

কৃষ্ণ। এইবার হারাইব, দেখি কত বল
তোমাদের, মোর কাছে, পরীক্ষা তা লব।

রাধা। হেরে গেলে গালটিপি দিব সবে মিলি ;
ছাড়াব চাতুরী তব, জেন বনমালী !
বৃন্দাবন বনে বনে কি উদ্দেশে তুমি
বেড়াও বল তা মোরে ? নচেৎ এ কথা
বলিব তোমার মায়ে, রাজা রাণী কাছে।

(কৃষ্ণের পসরা ধরিয়া টানাটানি, সখীদের নিকট হার;
সখীরা হাস্য করিতে করিতে চৌদিকে গমন;
অনন্তর কৃষ্ণকে সকলের বেষ্টন।)

চন্দ্রাবলী। এইত হারান্থ সবে, এস ঠোনা খাও,
এ কাজের পরিণাম এরূপ জগতে।
কবে হ'তে শিখিয়াছ কুলবধু দেখি
পথ আগুলাতে বল, যমুনার কূলে?

কৃষ্ণ। অবলার সনে রণে কবে লো সুন্দরি!
জয়ী হয় বল দেখি পুরুষ জগতে?

রাধা। আছে কে কাণ্ডারী ঘাটে পারে লয়ে যাবে?
কোথা নৌকা? দেখ্ সই, শীঘ্র করি দেখ্!

কৃষ্ণ। আমিই কাণ্ডারী তব, এস নায়ে চড়;
চক্ষের নিমিষে এই যমুনার পারে
লইয়া যাইব সবে; কত পণ দিবে?
এক জনে দশ জন, সবার যখন,
উচ্চ কুচ, গুরু উরু, নিবিড় নিতম্ব,
প্রবল যৌবন তায়, একে দশ জন
সাধে কি বলেছি আমি? পণ বেশী চাই,
নচেৎ কেমনে বল মজুরি পোষায়।

রাধা। তাই হবে চল লয়ে মথুরা নগরে;
বেলা হ'ল শীঘ্র কর, নচেৎ এখনি
নানা কথা ঘরে পরে রটাবে গোকুলে।

এক যে ননদী আছে তাতেই অস্থির,
তাতে আর স্বামী মম ; করি রাক্ ছল
গেল বেলা, শীঘ্র দেহ নদী পার করি।

ক্ষ। কি ভাবনা মাতুলানী ? এখনি ও-পারে
উঠাইয়া দিব আমি ; পণ বেশী চাই,
ননী, ছানা দিবে কি না ? দেহ আগে দেখি ;
যার বলে বল করি বহিব এ তরি।

ধা। রাখিব তোমার তরে ননী ছানা আদি,
কি অভাব গোপকুলে ; নিত্য নিত্য আসি
দিব তোমা ননী ছানা ; উত্তম যা কিছু
পাইব, খাইতে আমি ; তাও আনি দিব।

কৃষ্ণ। এস এস বস তবে নায়ের উপর
পসরা নামায়ে সবে ; আর দেরি কেন ;
শীঘ্র দিই পারে তুলি মথুরা নগরে।

[নৌকারোহণ ও প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—নদীপার্শ্বে মথুরা।

(নৌকা নদীমধ্যে)

খাম্বাজ—একতালা।

যমুনা-জীবনে, গোপীগণ সনে, সুখের তরণী মাঝে ;
শ্যাম সে কাণ্ডারী, আহা মরি মরি, রতিপতি পায় লাজে।
কিবা তরি চলে, যমুনারি জলে, যুবক কাণ্ডারী যুবতীর দলে ;
শ্যাম রাধা সনে, সৌদামিনী ঘনে, যেন হেন শোভা সাজে।

রাধা। আহা কি মধুর গান শুন মন দিয়া ;
দূর-নদীকূল হ'তে আনে সমীরণে।

কৃষ্ণ। ভয়ঙ্কর ঝড় উঠে, সাবধানে বস,
ভয় নাই, ভয় নাই, এখনি ও পারে
দিব তুলি তোমা সবে। নবীন কাণ্ডারী
প্রবীণ একার্য্যে কিন্তু ; মেঘাচ্ছন্ন এবে ;
ক্রমে ক্রমে কাল জল যমুনা উপর
বায়ুসনে, দেখ চেয়ে, তরঙ্গ খেলিছে।

যমুনা উপর এবে তরি টল মল,
দিবসে আঁধার ভাব ; দিনমণি এবে
লুকায়িত মেঘ পার্শ্বে, বিজলি খেলিছে
মেঘে সদা; বজ্র নাদ যায় ক্ষণে ক্ষণে।

রাধা। কি হবে, কি হবে, আজি যমুনায় বুঝি
প্রাণ যায়, কেন তরি উঠিলাম হায়,
না দেখিয়া ঝড় হেন ; কেমনে বাঁচিব !
পায়ে ধরি, হে কাণ্ডারী, বাঁচাও সকলে,
কার মুখ দেখি আজি উঠিনু প্রভাতে ;
ব্যাঘাত হতেছে যায় আজি পদে পদে।

চন্দ্র। পসরা লইয়া যেই বাহিরিনু আজি,
অমনি লো শূন্য-কুম্ভ পাইনু দেখিতে ;
অমনি ভাবিনু মনে ; কি ঘটিবে আজি
নাহি জানি ; সেই ফল ফলিছে যে দেখি ;
আর কি ফিরিয়া আমি যাইব গোকুলে ?

ললিতে। না সই ! থাকিব হেথা যমুনা গরভে,
বাঁচি যদি, দেখা হবে স্বামী ভ্রাতা সনে ;—
এ বিপদ হ'তে বোন্। তাহাতে কাণ্ডারী
নবীন যুবক এক এ যুবতী সনে।

বৃন্দা। আমার ভাবনা শুদ্ধ কখন যে হাট
করিব তা নাহি জানি, পান গুয়া আদি

কিনিয়া রাখিতে হবে, নচেৎ অমনি
লাঞ্ছনা সহিতে হবে না জানি যে কত।

(নদী মধ্যে তরি টল মল ; গোপীগণের আতঙ্ক।)

কৃষ্ণ। স্থির হও, নড়িওনা, এখনি ও পারে
পহুঁছিয়া দিব আমি ; ভয় নাই কিছু।

(ঝড় থামিল)

কৃষ্ণ। এইত থামিল ঝড় ; দেখ দিনমণি
উদিত আকাশে পুনঃ গগন উজলি।

গীত

কৃষ্ণ।

বারোঁয়া—তাল কাওয়ালি।

কি শোভা সুন্দর, মথুরাপার, যমুনা উপর রাজধানী।
অট্টালিকা হাসে, ধ্বজরাজ বাসে, শোভা প্রকাশে, মনমোহিনী।
মেঘরাশি অন্তর, হাসে এ নগর,
যমুনা মনোহর, কল্লোলিনী।
যমুনা উপরে, কিবা শোভা ধরে,
মথুরা নগরে, সহ দিনমণি।

[নৌকা বাহিতে বাহিতে প্রস্থান

তৃতীয় অঙ্ক।

—০:০—

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—সভাগৃহ।

(কংস, মন্ত্রি, মল্লগণ ও দৌবারিক।)

কংস। অঘাসুর, বঘাসুর, প্রলম্ব অসুর,
শঙ্খচূড় আদি যত, অজেয় জগতে,
সকলে বধিল মন্ত্রি, একে একে দেখি।
বহুদিন বৃন্দাবনে বৃষাসুর আদি,
নাহি পাঠালাম আমি ; এই বার দেখি,
পাঠাইয়া বৃষাসুরে সে শ্রীবৃন্দাবনে,
বধিতে আমার শত্রু। বৃন্দাবনে এবে
শুনেছি আমার ভয়ে ভ্রমে বনে বনে
গোপী সনে, ছাড়ি এবে, গোকুল নগরে।
কত ভাবে, ছদ্ম বেশে, ভ্রমে দিবা নিশি,
কেহনা কহিতে পারে ; কভু ধেনু লয়ে,
কভু বংশী তরু মূলে, বাজায় বিপিনে ;
কভু বা আনন্দে হায়, শিখি পুচ্ছ ধরি,

নাচে সে তমাল তলে, গোপীকুল সনে।
যত যায়, অরি হায়, তাহার উদ্দেশে—
হারায় বিঘোরে প্রাণ ; এই বার তাই,
মল্লশ্রেষ্ঠ বৃষাসুরে পাঠাব সে বনে।
অঘাসুর মরে যবে, অমনি হতাশ
হইনু, ভাবিনু মনে, দেবকুল হায়,
বৈরী মম ; তাই আজি হারানু অসুরে।

মন্ত্রি। অনুমতি হয় যদি বলি দেব তবে,
একে একে মল্লগণ, যবে সব হত,
কি কাজ সে বনে আর পাঠায়ে অসুরে ?
এক মাত্র বৈরী তব, পারে কি লইতে
মথুরা নগর হেন কংসরাজধানী ?
বৃথা এ আশঙ্কা দেব ! ক্ষুদ্র জন কোন
পারে কি সাধিতে বাদ ধনশালী জনে ?

কংস। বুঝি সব মন্ত্রিবর ! তথাপি অবোধ
জানিও এ মন মম, প্রবোধ না মানে।
সতত আশঙ্কা মনে শুনি দৈববাণী
রহিয়াছে, শেষ কন্যা পালাইল যবে
হস্ত হতে, কহি মাত্র সে দারুণ কথা !
জীবমৃত চিন্তাযুক্ত সে দিন অবধি,
নাহি রুচে অন্ন আর, সুস্বপন মনে
ক্ষণ না উদয় হয়, সদা ত্রাস মনে।

কি জানি কি রূপে বিধি ঘটাবে প্রমাদ
কোন্ দণ্ডে মমোপরি ; তাই ভাবি মনে।
কি উপায়ে মন্ত্রিবর ! কহ প্রকাশিয়া,
সুস্থির করিব ক্ষণ চিন্তিত এ মনে।

মন্ত্রি। রাজকার্য্যে মন দিন্, তা হলে কি আর
অমূলক চিন্তা মনে পাইবে আশ্রয় !
সেরূপ লাবণ্য নাই, কৃষ দেহ এবে,
এ কেবল সে চিন্তার ফল আমি দেখি।
গোপগণে উত্তেজনা করি বার বার,
আপনার অমঙ্গল ঘটাবে আপনি।
তাই বলি মহারাজ ! প্রজাকুল যায়
সচ্ছন্দে নিয়ত রয় ; সে উপায় করি.
অন্যোপায় করিবেন আমার মিনতি।

কংস। তবে কি হে বল নাকি, বৃষাসুরে এবে
অযুক্তি পাঠান বনে, বৈরী অন্বেষণে ?
আমি যে সুযুক্তি তাই, বহুদিন ধরি
করিয়া রেখেছি মনে, শঙ্খচূড়ে হায়,
মারিল যে দিন হ'তে, অমনি ভাবিনু,
পাঠাইব বৃষাসুরে বৈরী অন্বেষণে।
এবার কিরূপে মল্ল হারায় সে দেখি,
তার পর তব যুক্তি পারি শুনিবারে।
কে আছ হেতায় ? শীঘ্র, ডাক বৃষাসুরে

মল্লশ্রেষ্ঠ ভাবি যারে ; কহ অবিলম্বে
আসিবারে এই স্থানে, আমার সমীপে।

দৌবা। যা আদেশ মহারাজ শিরোধার্য্য মম।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

শল। এখনি আদেশ যদি হয় মোর প্রতি,
দেখি সে কেমন বীর ; কিরূপে বিষোরে,
গোপগণ মিলি সুবে, বধেছে অসুরে।
নচেৎ পারে কি, দেব, শঙ্খচূড়াসুরে
বধিতে জগতে কেহ ? ভয়ঙ্কর বীর,
হেন মল্ল দুই এক এ মথুরাপুরে।

কংস। তাই ভয় নিরন্তর এ অন্তরে, শল !
হইতেছে, কোন্ দণ্ডে, কিরূপে আমায়
বধিবে সে শত্রু মম, না পারি বুঝিতে।

(বৃষাসুরের প্রবেশ ও প্রণাম)

কংস। যাও তুমি, শুনিয়াছি শঙ্খচূড়াসুরে
বধিয়াছে, বৃষাসুর ! ভরসা তোমার
করি আমি বিলক্ষণ, তব সম বীর
নাহি কেহ এ নগরে ; উদ্দেশ্য সফল
করিয়া আসিবে তুমি,—বধিয়া সে জনে।

বৃষ। যথাদেশ মহারাজ ! ছদ্ম বেশে যাব
বৃষের আকার ধরি ; শৃঙ্গ বিদ্ধি তার,
হারাইয়া লব প্রাণ ; নিষ্কণ্টক সুখ !

করিব মথুরা আমি সে অরিরে মারি।
কেমনে আমার সনে দেখি কোন্ জন
হারায় সে গোপমাঝে; বধিয়া আনিব
সেই জনে, যার তরে চিন্তিত ভূপতি!

কংস। সেই আশা বলবতী করি মন মাঝে
পাঠাইনু, বৃষাসুর! জয় করি তুমি
ফিরিবে নিশ্চয়, আমি জানি বিলক্ষণ।
তথাপিও ভয় করি বিধি প্রতিকূল,
সে কারণ হারাইনু মল্ল একে একে।
যাও তুমি, যাও তবে, পশ বৃন্দাবনে,
শিব পূজা সমাপিয়া আজি বিধিমতে।

বৃষ। যথাদেশ মহারাজ চলিলাম তবে;
করুন্ আশিস যেন, জয়ী হয়ে আজি
ফিরি পুনঃ ও চরণ দরশন করি।

কংস। মনোগত আশীর্ব্বাদ করি দিবানিশি
তোমাদের নিরন্তর, তথাপি না বুঝি
কেন পরাজয় হেন হয় মল্লগণে।
ত্রিভুবন সচঞ্চল অসুর প্রতাপে,
সে অসুরগণ হায়, একে একে এবে
কাল মুখে নিপতিত, তাই ভাবি মনে
চরম সময় বুঝি আসি উপনীত।
যাও তুমি, বৃষাসুর! এত দিন যাহা

পারেনি সাধিতে হায়, সেকার্য্য সাধন
করিয়া আসিবে তুমি, এ ভরসা মম,—
মল্লশ্রেষ্ঠ বলি আমি যখন তোমারে।

বৃষ। যা আদেশ মহারাজ! শিরোধার্য্য মম।

[প্রস্থান।

[কংস অন্যদিক দিয়া প্রস্থান

মন্ত্রি। (স্বগতঃ) দুর্ব্বুদ্ধি রাজার এবে; তাই সভামাে
মম বাক্য তুচ্ছ করে; বুদ্ধিহীন যত
মল্লগণ পারিষদ, তার বুদ্ধি কোথা?
গোঁয়ারের বুদ্ধি বিদ্যা না হয় কখন
চিরন্তন এ প্রবাদ; শুদ্ধ দুঃখ এই,
মথুরা হইবে ধ্বংশ; যাবে রাজ্য মান,
যাবে প্রাণ, সিংহাসন, দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়া।

[প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বৃন্দাবন।

(বৃন্দা ও রাধার প্রবেশ)

রাধা। কে লিখিল রাধা নাম বল লো স্বজনি!
বৃন্দাবন বন মাঝে, বৃক্ষ অঙ্গোপরি।
একি ভাব কহ মোরে, কোন্ অনুরাগী
অভাগীরে স্মরে সই, বল হেন ভাবে?
ফিরি বনে বনে দেখি, রাধা নাম লেখা
প্রতি তরু অঙ্গোপরি; বৃন্দাবন ধামে
কে স্মরে আমারে সই এ নিকুঞ্জ বনে;
কে ডাকে বাঁশীর রবে রাধা রাধা বলি,
বুঝিতে না পারি কিছু; জানে না কি সই,
রাধা নাম বিনা বাঁশী অন্য কোন কথা?
গোকুল ছাড়িয়া সই আকুল হইয়া
ফিরি বনে বনে, যেই, শুনি বাঁশীধ্বনী,
কে জানে কি বাঁশী সই কিবা গুণ জানে।

বৃন্দা। যে তোমারে ভালবাসে সেই আসে বনে,
নানা কথা লেখে সই স্মরিয়া এরূপে
চারু তরু অঙ্গোপরি—বৃন্দাবন ধামে।

রাধা। এই দেখ, এ আবার কিবা লিখিয়াছে,
পড়ি শুন মন দিয়া; কোন্ সে ভাবুক
এ ভাবে লিখেছে, সই, তরু অঙ্গোপরি
ফিরি এই বন মাঝে? নিত্য আসে যায়
নানারঙ্গে ফেরে সই বৃন্দাবন মাঝে।

বৃন্দা। পড় সই, শুনি তবে, পড় শীঘ্র করি।

রাধা। দুর্লভ রতন, রাধা প্রিয় ধন,
সদা হৃদে গাঁথা রয়;
কিবা হাসি হাসি, প্রেম অভিলাষী,
সে বদন শোভাময়।
উচ্চ পয়োধর, তাতে মনোহর,
নিবিড় নিতম্ব শোভা;
হেন বোধ হয়, ত্রিজগতময়,
মাত্র নারী মনলোভা।

বৃন্দা। আমিও লিখিব সই, দেখিব কেমন
সে তোমার অভিলাষী; প্রতি তরু এবে
কহিবে তোমার কথা নানা রঙ্গে সই,
ভুলিবে প্রেমিক জন; চাহিবে যখন
এ তরু উপর সই, আসি বৃন্দাবনে।

(লিখন)

(রাধা অপর বৃক্ষ দৃষ্টি করিয়া)

াধা। আর দেখ, প্রাণসই, মনোহর ভাবে,
তমালের তলে এই, কি আবার কথা
লিখিয়াছে, সেই জন আমারে স্মরিয়া।

ন্দা। পড় সই, শুনি তবে, পড় শীঘ্র করি!

াধা। শুন তবে পড়ি আমি,—

সহচরী সনে, এই বৃন্দাবনে,
সদা কমলিনী রাই ;
নিতম্ব চুম্বিত, বেণী বিনিন্দিত,
চলে ফিরি ফিরি চাই।
দেখিলে কাহাকে, অমনি ঠমকে,
চাহি দেখে তার পানে,
প্রণয়ের লাগি, যেন সে বিবাগী,
বিচলিত রহে প্রাণে।
যৌবন জুয়ার, এমনি তাহার,
রসে তনু ঢল ঢল ;
কোথায় মাধব, পাইয়া সৌরভ,
ভুলি আছে আজি বল ?

ন্দা। কি আর লিখিব সই, এরূপ ভাবুক
নাহি দেখি কোন জন ; মন কথা সই,
ব্যক্ত করি রাখিয়াছে তরু অঙ্গোপরি।

প্রতি তরু কয় কথা রাধা নামে দেখি;
বাজে বাঁশী মাঝে মাঝে, রাধা রাধা বলি,
কে তোমার অনুরাগী, থাকি বৃন্দাবনে,
ডাকিছে তোমায় সদা স্মরিয়া এরূপে।
এই আমি লিখিয়াছি, ভাল মন্দ তুমি
বিচারিয়া দেখ, সই! লিখি তরুশাখে
রাখিব তোমার নাম আঁকিয়া এরূপ।

রাধা। পড় সই, শুনি তবে কি ভাবে লিখেছ?
কার ভাল, কার মন্দ, বিচারিব আমি।

বৃন্দা। নীলাম্বরী পরি, তায় শোভা করি,
অধর তাম্বুল রাগে;
লয়ে সখীগণে, সহাস্য বদনে,
চলে সদা আগে আগে।
কাঞ্চি কটিদেশে, বিজলি প্রকাশে,
আয়ান ঘরণী সে,
গোপ গরবিনী, সেই সে রঙ্গিণী,
সম তার আছে কে?
লভেছে যে জন, হেন মনোমোহন,
নারীধন গোপ মাঝে,
সেই মাত্র সুখী অপরে নিরখি,
প্রেম-শেল বুকে বাজে।

(নেপথ্যে মধুর বংশী ধ্বনী)

রাধা। ওই সই, বাজে পুনঃ বাঁশী নানা তানে
হানি শেল প্রাণে মম; দেখি গিয়া এবে,
কে কোথা বাজায় বাঁশী সদা হেন ভাবে?
পাতি পাতি করি খুঁজি দেখিব তাহারে
কেন সে জ্বালায় সই বিরহে রাখিয়া?

বৃন্দা। চল তবে, চল যাই, এই দিক হতে
শুনিলাম বাঁশী-ধ্বনী, চল এই দিকে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

—০:০—

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—বৃন্দাবন তমালাদি বৃক্ষ শোভিত।

(শ্যামের প্রবেশ)

শ্যাম। (স্বগতঃ) এই বৃন্দাবনে বনে ভ্রমি দিবানিশি,
গোচারণ ছলে সদা; গোপবালাগণে,
ভালবাসি মনে মনে; তাই মাতুলানী

গরবিনী, গোপবধূ মাঝে আমি দেখি ;
কিন্তু মোরে ভালবাসে মনের সহিত ;
আমিও তাহার তরে বৃন্দাবন ধামে,
রাধা রাধা বলি সদা ডাকি বংশী স্বরে।
কতক্ষণে যাবে হায়, মথুরার পারে,
লইব কাড়িয়া আমি, ননী ছানা আদি ;
খাইব আনন্দে বসি, ধরিব কাপড়,
ধরিব পসরা তার, কৌতুকের ছলে।
অঙ্গে অঙ্গ ঠেকাইব সখি সঙ্গে মেলি ;
হেন রঙ্গ, কোন্ জন বৃন্দাবন মাঝে
জানে বা করিতে বল, এ কালা বিহনে।
প্রণয়ের পাতি ফাঁদ ভ্রমি দিবানিশি
এই বন মাঝে আমি ; কোথা রাধা হায়
এ নির্জ্জন স্থানে বল ; যারে ভাল বাসি
সে আমার অভিলাষী নহে কি জগতে ?

(রাধার প্রবেশ)

রাধা। কি কালা ভাবিছ আজি বৃন্দাবন মাঝে ?
কোথা রাখি গাভীকুল ভ্রমিতেছ হেতা,
পথ আগুলায়ে তুমি ? বাজাইছ বাঁশী
থাকি থাকি আকুলিত করি গোপবালা।

শ্যাম। একি ভাব বল আজি ! তোমায় দেখিয়া
আশ্চর্য্য হইনু আমি ; গোপবধূ তুমি,

সঙ্গিনী ছাড়িয়া আজি কেন একাকিনী,
কাহার উদ্দেশে বল হেন বেশ তব?
চিনিতে কি পার মোরে এবে হেন ভাবে?
কোথায় পসরা তব? কোথা চন্দ্রাবলী,
ললিতা, বিশখা, আর সহচরীগণ?

রাধা। এই ভাবে এনু আজি খুঁজিতে সে জনে,
যে বাজায় বাঁশী শুনি, বৃন্দাবন মাঝে
রাধা রাধা বলি সদা; নানা কথা লেখে
চারু তরু অঙ্গোপরি; হেন অনুরাগ,
কবে হতে শিখিয়াছ? মাতুলানী হই,
লজ্জা নাই ভাগিনের; লোকে যদি শুনে
কলঙ্কিনী বলি রাধা রটাবে গোকুলে।
তোমার কি বল শ্যাম, নানারঙ্গে সদা
ভ্রম বৃন্দাবনে তুমি; মজাইয়া হায়,
গোকুল রমণীকুল আকুল করিয়া।
প্রাতঃকালে উঠি যেই, সদা মনে হয়,
কতক্ষণে বৃন্দাবনে যাইব সকলে,
খেলিব কালার সনে, নানা রঙ্গে বনে,
পরে তবে পারে যাব দধি-দুগ্ধ লয়ে।
এ পোড়া মনের ভাব বুঝিতে না পারি,
কেন হেন হয় সদা আসিতে এখানে।
তোর তরে ঘরে আর নাহি বসে মন,

কি গুণ জানিস্ তুই ; মজালি আমারে,
অন্য অন্য সখী যারা আসে বৃন্দাবনে।

শ্যাম। সে কি বল, ভাবি দেখ তোমার চাতুরী,
ভুলায়ে রেখেছে মোরে বৃন্দাবনে সদা।
ও মধুর হাসি, আর উচ্চ কুচদ্বয়,
ডাটিতে নোলক শোভা, অঞ্জন নয়নে,
আছে কি কালার কিছু? হেন গণ্ড দেশ
লালবর্ণ তব সম আছে কোন্ নারী?
সাধে কি তোমায় আমি এত ভালবাসি?
তাই বলি মালা গাঁথি রাখিয়াছি ওই,
পরাব তোমার গলে ; তমালের তলে
বসাইব বাম পার্শ্বে ; পেয়ে একাকিনী
ছাড়িব না আজি প্রিয়ে, মিটাইব সাধ,
যে সাধ আমার মনে, বহু দিন হতে
অঙ্কুরিত ; আজি তাই প্রকাশি কহিনু।
আমি শ্যাম তুমি রাধা যাবে কোথা বল,
নিরন্তর গাঁথা যবে এ হৃদয়ে মম।
চল যাই বসি গিয়া ও তমাল তলে,
দিই মালা গলদেশে পরায়ে তোমারে।

কৃষ্ণের রাধাকে কৃষ্ণস্থ মালা লইয়া পরাইয়া দেওন ও
তমালতলে উভয়ের উপবেশন।

কৃষ্ণ। কেমন সেজেছে প্রিয়ে? ভাল বাসি বলে

প্রভাতে উঠিয়া নিত্য গাঁথি নব মালা
নানাবিধ বন ফুলে সাজাতে তোমারে ;
কিন্তু সে সুযোগ প্রিয়ে! নাহি পাই আমি।

(রাধা অপর হস্তে একছড়া মালা লইয়া)

রাধা। এ ছড়া তুমিও পর, দিই গলে আমি,
আমিও তোমার কালা, কিন্তু লোক লাজে
প্রকাশিয়া কি বলিব ; অনুরাগী জনে
জানে মনে প্রণয়ীর যতন সতত।

(মালা পরাণ।)

(ফুলের সাজি হস্তে বৃন্দা ললিতাবিশখা ও চন্দ্রাবলীর
বেগে প্রবেশ রাধা শ্যাম চমকিত
হইয়া গাত্রোত্থান)

চন্দ্রা। দেখিয়াছি সব শ্যাম ; এস এই ক্ষণে,
রাই সনে এ মিলন করি ভাল ক'রে।

ললিতা। ভাল হয়ে দাঁড়া ওলো রাই বিনোদিনী,
শ্যাম সনে দেখিব লো ও যুগলরূপ,
আনিয়াছি সাজি ভরি বনফুল মালা,
পরাব তোদের সই উভয়ে এখানে।

(মালা পরাণ।)

বিশখা। এত দিনে পেলে সই কালা মনোমত ?
ঘুচিল বিরহ জ্বালা তোমার স্বজনী !

(মালা পরাণ।)

চন্দ্রা। গাও গীত সবে মিলি, এ নিকুঞ্জে হায়,
জটিলা কুটিলা কিছু আসিবে না হেতা ?
এত লো লজ্জিত রাধা কিসের লাগিয়া ?

পরজ কালাংড়া তাল—খেমটা।

পেলেত স্বজনি, তুমি মনের মত শ্যাম ধনে ;
প্রেমডোরে বাঁধি ওরে, দাওনা শাস্তি ক্ষণে ক্ষণে।
চির-রুচি প্রেম ধনে, রেখো সখী যতনে,
এ কালা বিষম কালা, চুরি করে পর মনে।
আজি শ্যাম রাধায় পেলে, মন সাধ মিটালে
যেন শ্যাম প্রাণ পেলে, প্রাণসখী এ মিলনে।

চতুর্থ অঙ্ক।

দৃশ্য—রাজ সভা।
(কংস রাজা আসীন, সভাসদ, পার্শ্বে দৌবারিক
দূতের প্রবেশ ও প্রণাম।)

কংস। কহ দূত, কি সংবাদ, কহ শীঘ্র করি ?

দূত। কি কহিব, হে রাজন! মল্লযুদ্ধ হেন
নাহি দেখিয়াছি আমি; বৃষাসুর যবে
ছদ্মবেশে গোপগণে ভয় দেখাইল,
ভয়ঙ্কর মল্লবেশে, ভীম কলেবরে,
কৃষ্ণকায় গোপ এক ধরিল সাপটি।
মহাবলে বলী সেই, দেখিনু যুবক
ভয়ঙ্কর মল্ল বেশে আক্রমিল যবে
বৃষাসুর মহাবীরে; চমকিনু আমি;
ধূলারাশি মেঘরূপে উড়ে পদ-দাপে,
কতক্ষণ হেন ভাবে যুঝি পরস্পর,
ফেলিল যুবক শেষে বৃষাসুর বীরে।
শৃঙ্গাধর সমশৃঙ্গ খসিয়া পড়িল
হুঙ্কারি অশনি সম, ভয়ঙ্কর রবে।
টলিল মেদিনী গর্ভ থর থর থরে,
কাঁপিল বসুধা দেব, অসুর প্রপাতে!
এরূপে নিধন হায়, করি বৃষাসুরে
ঢুকিল সে বৃন্দাবনে গোচারণ মাঠে।

কংস। সত্য কি সংবাদ দূত? এখনও মনে
নাহি লয় বৃষাসুর মরিয়াছে মম,
অজেয় সে বীর মম মল্লগণ মাঝে;
যে অসুর দাপে দূত! কাঁপে ত্রিভুবন
সঁচকিল দেবকুল; বধিল তাহারে

অনায়াসে আজি কি না গোপ একজন !
হা ধিক্ অসুরদল ! কেমনে সহিব
কংসরাজ হয়ে আমি হেন অপমান।
যাও সবে পশ গিয়া সেই বৃন্দাবনে
পাতি পাতি করি খুঁজ কে বধেছে তারে।
কোথায় অসুর-দেহ ! হায় রে বিঘোরে
হারাইনু বৃষাসুরে মল্লগণ মাঝে !

(নেপথ্যে দুন্দুভিধ্বনি ও মার মার শব্দ)

[দৌবারিকের প্রবেশ।]

দৌবা। মহারাজ ! রাজঋষি আপন উদ্দেশে,
এসেছেন বহির্ভাগে ; অনুমতি হ'লে
এখনি আসেন দেব ! আপন সমীপে।

কংস। বিলক্ষণ সম্মানিয়া কহ তুমি তারে
আসিতে এ সভা মাঝে, আমার সমীপে।

[নেপথ্যে গীত গাইতে গাইতে নারদের প্রবেশ।]

রাগ ভৈরব তাল—তেওরা।

ভাব ঈশ্বাণী-ঈশানে ;
মনোহর চন্দ্র-চূড় পিণাকি ফণি ফণা ভূষণে।
দেব দেব মহাদেব, শাক্ত ভক্ত জন সেব্য,
জটাধর দিগাম্বর, যোগীন্দ্র রঞ্জনে।
অহরহ বাজে গাল, নাচে ভাল বেতাল,
ডমরু ডিমি ডিমি, বাজিছে সঘনে।

(রাজার সিংহাসন পরিত্যাগ ও প্রণাম।)

নারদ। চির-সুখী হও তুমি, এ আশিস করি
নিরন্তর মহারাজ ; বিশেষ সংবাদ
জানিতে এসেছি আমি আপন সমীপে।
দেখি পথে অগণন সৈন্য সুসজ্জিত
আস্ফালিছে বীরদর্পে, বুঝিতে না পারি
কেন হেন সৈন্যগণ হয় সুসজ্জিত !
বাজিছে দুন্দুভি ঘন, টঙ্কারিছে ধনু
বীর দর্পে ; অস্ত্রিদল দেখি বহির্ভাগে
বাহিরেছে রণবেশে, আস্ফালি এরূপে।
জানিও তোমায় কংস, বড় ভালবাসি ;
নিষ্কণ্টক হয় যায় এ রাজ্য তোমার,
তাহাতে চেষ্টিত কত রহিয়াছি আমি,
জান তুমি বিলক্ষণ ; আমার সমান
হিতৈষী তোমার আর নাহি ত্রিভুবনে।

কংস। বৃষাসুর মল্লশ্রেষ্ঠ বধিয়াছে তারে,
বৃন্দাবনে বন মাঝে গোপ একজন,
তাই আমি পাঠাইব মল্লগণ সবে
রণসাজে এইক্ষণে, করিয়াছি মনে।
তাই আজি সৈন্যদল হয় সুসজ্জিত।
কে বধে আমার মল্লে বুঝিতে না পারি ;

দিন দিন বল হীন; তাই ভাবি মনে,
শত্রু বধি নিষ্কণ্টক এ রাজ্য করিব।

নারদ। যে বধেছে তব মল্লে সামান্য সে নয়;
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই, দৈবকী নন্দন,
গোকুল নিবাসী তারা, চিরশত্রু তব;
যশোদা আলয়ে এবে বর্দ্ধিত দু'জনে
দৈবকীর পুত্র তারা, জানিও ভূপতি!
সপ্তম গর্ভের পুত্র মায়াবলে হায়,
সঞ্চারে রোহিণী গর্ভে; হেতায় রটিল
গর্ভস্রাব হে রাজন, বুঝাইল লোকে;
বলরাম নাম তার হইল গোকুলে।
অষ্টমে জন্মিলা কৃষ্ণ দৈবকী উদরে,
রাখিলা স্থাপিয়া বসু নন্দালয়ে তারে
নন্দরাণী যশোদার ক্রোড়ে নিশিযোগে;
তার বিনিময়ে আনি কন্যা যশোদার,
দৈবকীর ক্রোড়ে রাখে সে রজনী কালে,
যে কন্যা পালায় বলি তোমায়, রাজন!
"গোকুলে বর্দ্ধিত হয় চির শত্রু তব।"

কংস। এতক্ষণে বুঝিলাম গৃহ শত্রু মম।
কে আছ হেথায়, যাও, আন শীঘ্র ধরি
এইক্ষণে বসুদেবে কেশ আকর্ষিয়া।
শাণিত এ অসিঘাতে এখনি বধিব

লইব তাহার প্রাণ এই পণ মম।
যাও যাও মল্লগণ আন শীঘ্র ধরি
বসুদেবে সভামাঝে; দেখিব পামর
কেমনে সে রক্ষা পায় মম হস্তে আজি।

ল্ল। যা আদেশ মহারাজ! শিরোধার্য্য মম।

[কতক মল্ল অসি হস্তে প্রস্থান।

ংস। এতক্ষণে বুঝিলাম গৃহ-শত্রু বিনা
বধে কার সাধ্য বল, এ অসুর দলে?
কতবার ইন্দ্র সনে করি ঘোর রণ,
সমুচিত শিক্ষা আমি দিনু দেবকুলে।
আমার প্রতাপে, আর মল্লগণ দাপে;
কাঁপে ত্রিভুবন সদা; ত্রিদিবে, পাতালে,
সবে করে ভয় এই কংস মল্লগণে।
হায় এবে, একে একে দেখি গত তারা।
এত দিনে বুঝিলাম বিধি প্রতিকূল
তাই সব মল্লগণ নিহত এরূপে।

(কেশাকর্ষণ করিয়া বসুদেবকে সভায় আনয়ন পার্শ্বে মল্লগণ
অসি নিষ্কাসিত ভাবে দণ্ডায়মান।)

ংস। গৃহ-শত্রু তুই মম; দেবর্ষির মুখে
শুনিলাম এতদিনে; স্থাপিলি গোপনে
গোকুল নগরে তুই যশদার ক্রোড়ে,
অষ্টমে দৈবকী গর্ভে জন্মিলা যে শিশু।

সত্য করি বল্, তুই নচেৎ এখনি,
দণ্ডিব পামর তোরে বধি খড়্গাঘাতে।

বসু। সত্য মিথ্যা সে কথার কি আর বলিব,
অপত্য স্নেহের বসে, এ কার্য্য, রাজন!
করেছিনু, মায়ামোহে মুগ্ধ হয়ে আমি।
কে যেন স্বপনে মোরে কহিল সম্ভাষি,
"উঠ বৎস, পাল আজ্ঞা, চল শিশু লয়ে
গোকুল নগরে যেথা নন্দরাণী আজি
প্রসবিয়া কন্যা তার নিদ্রা অভিভূতা।
রাখিবে তথায় তুমি, আমার প্রসাদে
নিরাপদে এই শিশু; আনিয়া তাহার
কন্যাধনে দিবে ক্রোড়ে দৈবকীর পুনঃ।"
সে আজ্ঞা পালন করি ফিরিনু যেমনি
কারাগারে কন্যালয়ে; অমনি সে দ্বার
রুদ্ধ হল; লৌহময় নিগড় অমনি
ধরিল আঁটিয়া ভুজে; হনু বন্দি পুনঃ।

কংস। গৃহ-শত্রু তুই মম, নিশ্চয় বুঝিনু,
এইক্ষণে খড়্গাঘাতে রে পামর তোরে
পাঠাইব যমালয়ে; প্রতিফল দিয়া।
কে রক্ষিবে তোরে বল? দুষ্টের দমন
শিষ্টের পালন আমি করি নিরবধি।
এই দেখ্ খড়্গাঘাতে শিরচ্ছেদ করি।

(অসীপ্রহারের উদ্‌যোগ।)

নারদ। আহা! আহা! রাখ খড়্গ কি কাজ দণ্ডিয়া
বসুদেবে; যুক্তি আমি কহি শুন তবে,
পাঠাও দূতেরে তুমি সহ রথিগণে
আনিতে গোকুলবাসী ভাই দুই জনে।
রাম কৃষ্ণ নাম ধারি, পালিত সতত,
যতনে উভয়ে তারা নন্দালয়ে এবে;
কৌশলে আনিয়া তুমি বধিবে উভয়ে,
নিষ্কণ্টক হবে যায় এ রাজ্য তোমার।
গোকুল নিবাসী সব নিমন্ত্রণ ছলে
আনিয়া বধিলে ভূপ, সফল মানস
হইবে নিশ্চয় তব; এত দিন হায়
বিফল হয়েছে যাহা বৃথা উত্তেজিয়া
গোপকুলে,—মল্লগণে পাঠাইয়া সদা।

কংস। তাই তবে যুক্তিসিদ্ধ, এ কাজ তৎপর
অক্রূরে বিশেষ দেখি; যাও একজন
ডাকিয়া আনহ শীঘ্র অক্রূরে হেথায়।

দৌবা। যে আজ্ঞা, এখনি দেব! আনিতেছি ডাকি।

কংস। কি বলেন দেবঋষি! ধনুর্যজ্ঞ ছলে
নিমন্ত্রণ করি তবে আহ্বানি সকল
গোকুল নগরবাসী মথুরা নগরে?

নারদ। এইত সুযুক্তি কংস দেখিতেছি আমি,
নিষ্কণ্টক হবে যায় এ রাজ্য তোমার।

কংস। সেই আয়োজনে ইচ্ছা তুষিতে মহেশে
চতুর্দ্দশীতিথি দিনে নানা বলিদানে ;
লব বর বিনাশিতে নন্দসুত গণে।
কুবলয়াপীড় ল'য়ে সিংহদ্বার মম
রক্ষিবে রক্ষক যত ; দেখি নন্দসুতে
বধিবে উভয়ে ফেলি হস্তি পদতলে।
রঙ্গস্থলে রব আমি উচ্চ মঞ্চোপরি
সভাসদ আদি লয়ে ; বাচি বাচি মল্ল
রাখির সে রঙ্গস্থলে, বধিতে দু'জনে ;
যদি পরিত্রাণ পায় প্রবেশের দ্বারে।

নারদ। উত্তম করেছ যুক্তি, হইবে সফল
বধিবারে নন্দসুত চির-শত্রু তব।
চলিলাম এবে তবে, এ কার্য্য সাধন
শীঘ্র কর, শীঘ্র কর, অক্রূরে প্রেরিয়া।

[নারদের প্রস্থান।

(অক্রূরের প্রবেশ।)

অক্রূ। কি আদেশ মহারাজ, আমার উপর ?
যার হেতু ডাকিলেন আমায় এক্ষণে।

কংস। আসুন আসুন এই আসন উপরি ;
যদুবংশে, ভোজবংশে, হেন মহামতি

নাহি কেহ, দেখি আমি; তাই এ মিনতি
করি আমি আপনায় যাইতে গোকুলে।
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই নন্দসুত তারা,
বর্দ্ধিত গোকুলে এবে, চির-বৈরী মম,
আনিয়া বধিতে ইচ্ছা; কিন্তু কোন মতে,
নারিনু সফল আশ করিবারে আমি।
তহি ইচ্ছা করি মনে, আপনায় এবে
পাঠাইতে রথ লয়ে গোকুল নগরে,
আনিতে সে নন্দসুতে, কৌশলে এ স্থানে।
বলিবেন নন্দরাজে,—"চতুর্দ্দশী দিনে
গোপগণে নিমন্ত্রণ করিবার হেতু
আসিয়াছি; সেই দিন ধনুর্যজ্ঞ হবে।
এনেছি স্যন্দন চারু পুত্রদ্বয় হেতু,
লইতে সে কংসালয়ে মথুরা নগরে।"

অক্রূর। বিধিমত চেষ্টা আমি করিব রাজন,
সিদ্ধ কার্য্য করিবারে; কিন্তু যদি ভূপ,
নাহি সিদ্ধ হয় কার্য্য, নহে দোষী আমি।
আশায় নিরাশ কত ঘটিছে নৃমণি,
জীবদেহে, বিশ্বরাজ্যে, কে পারে বলিতে!
শুভতে অশুভ ঘটে, কালচক্র হেন;
কালাধীন বিশ্বমাঝে সকলেই যবে।

কংস। তথাপি ভরসা করি আপনার সদা;

যান তবে রথ লয়ে, গোকুল নগরে ;
সফল হইবে কার্য্য, হেন মনে লয়,
আপনার দ্বারা দেব! আজি বিধিমতে।

অক্রূর। তবে আমি চলিলাম রথ সৈন্য সনে,
আনিতে সে রাম কৃষ্ণ, আর গোপগণে,
তব আজ্ঞা পালনার্থ, গোকুল নগরে।

কংস। যান তবে, আপনায় কি আর বলিব।

[অক্রূরের প্রস্থান।

কংস। কাল চতুর্দ্দশী নিশি, ধনুযজ্ঞ হেতু
অদ্যাবধি আয়োজন করি তবে আমি।
লয়ে যাও বসুদেবে, কারাগারে এবে,
প্রহরী যতেক আছ আজি এই স্থানে।

[সকলের প্রস্থান।

[কংস অন্যদিক দিয়া প্রস্থান

পঞ্চম অঙ্ক।

——•:০——

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—ধনুর্যজ্ঞ গৃহ।

মল্লগণ কৃষ্ণের সহিত অসিযুদ্ধ, কতক আহত

পুরোহিতগণ দণ্ডায়মান।

সকলে। মারো, মারো, ধরো ধরো, ঐযায়, ঐযায় ভাই,

[সকলের বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে—ছুটে এস এই দিকে আছ যত জনা।

একজন। কোন্ দিকে, কোন্ দিকে, বল শীঘ্র করি?

নেপথ্যে—লও মোর অসিখানা, দাও ধনু তুমি।

(সকলের পুনঃ প্রবেশ)

প্র। তাইত পালাল নাকি? কি আশ্চর্য্য দেখি,
কোথা ছিলে তুমি ভাই! ইন্দ্রধনু খানা—
ভাঙ্গি দুইখান করি গিয়াছে যে দেখি।

দ্বি। তাইত তাইত যজ্ঞ ভঙ্গ করি দিয়া,
পালাইল অনায়াসে; এত জন ছিলে,
কেহ না পারিলে হায়, ধরিতে তাহারে।

ভৃ। এই যে রক্ষকে দেখি বিনাশিয়া গেছে,
তাইত বিষম হ'ল ; মহারাজ শুনি,
কি বলিবে বল দেখি ; মল্ল এত জন
এক জনে পারিলে না ; কে ঢুকিল হেন
ছদ্মবেশে, এত লোকে, হারায়ে পালাল ?

চতু। ভগ্ন-ধনু-দণ্ড দিয়া, দেখ হে এমনি
প্রহারিয়া গেছে মোরে, পারি না উঠিতে।

পঞ্চ। হে মুষ্টিক ! আমিও যে, সপ্তদিন আর
কোন কার্য্য করিবারে সক্ষম হইব,
হেন মনে নাহি লয় ; যেরূপ আঘাত
পাইয়াছি হস্তোপরি দেখ নিরখিয়া।

মুষ্টিক। তাইত আঘাতি দেখি বহুজন হেতা
ভারি দাঙ্গা হইয়াছে ; আমি কিন্তু ভাই,
আসি পড়িতাম যদি, এক মুষ্ট্যাঘাতে
বধিতাম একেবারে, নিশ্চয় কহিনু।

পঞ্চ। এখন অবশ্য ভাই আস্ফালিবে সবে
জাননাত কে যে বীর, একজনে দেখি
দশজন সম ভাই ! তাই হারায়েছে।

মুষ্টিক। তাত সত্য ; কিন্তু হাত ধরিতাম যদি
একবার, সেকি আর পারিত খুলিতে ?

ভৃ। সে যা হোক লয়ে চল এ আঘাতি গণে,
রাজসভা মাঝে এবে, মহারাজ কাছে।

মুষ্টিক। তাই দেখি যুক্তিসিদ্ধ চল সভা মাঝে।

সমস্ত আঘাতি মল্লগণকে ক্রমান্বয়ে লইয়া যাওন। কেহ বাবারে গেলুম রে কেহ উহু আহা করিতে করিতে গমন। মৃত ধনুরক্ষককে দুই জনে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাওন।

১ম পুরোহিত। আমরাও কলা, মুলা, যাহা কিছু আছে
অবশিষ্ট, লয়ে যাই ; স্থান পরিস্কার
করিতে হইবে কি না ? কোথা মধুপর্ক,
কোথায় অঙ্গুরি ভাই ! রাখিয়াছ বল ?

দ্বি। অঙ্গুরিটা কোশা পার্শ্বে, দেখ ভাল ক'রে।

প্রথম পুরোহিতের কোশা পার্শ্বে হস্ত প্রসারণ।

দ্বি। পেলে কি হে ন্যায়রত্ন ! আসন অঙ্গুরি ?

১ম। পাইয়াছি, হেন স্থানে রাখিতে কি হয় ?
এ নৈবেদ্যটা মার্কণ্ডের পুরোহিত পাবে,
ভূর্জ্জটাও মোর প্রাপ্য, বাঁধি ভাল ক'রে।

দ্বি। আর কি রহিল দেখ, বোধ হয় মোরা
নাহি কিছু ভুলিয়াছি ; ছাতাটা কোথায় ?

১ম। এই আছে, চল ভাই, রাজ সন্নিধানে
দক্ষিণাটা পাই নাই, সেটা পেতে হবে।

দ্বি। বিলক্ষণ দক্ষিণাই পেয়েছিনু আজ
আর একটুক হলে, মরিতাম আমি।
দক্ষযজ্ঞ, এটা ভাই, ধনুযজ্ঞ নহে ?

১ম। চল চল দেরি হ'ল রাজ সন্নিধানে,
মিষ্টান্নের আহরণ করিতে ত হবে?
তা না হলে ব্রাহ্মণী সে জানত কেমন?

দ্বি। সে আর ব'ল না ভাই! এ বয়সে আর
সহেনাক পরিশ্রম; তথাপিও চাই
ব্রাহ্মণীর মনোমত লুচি মণ্ডা আদি।

[প্রস্থান।

পঞ্চম

০:০:০

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রাজ পথ।

(চারজন নাগরিকের প্রবেশ)

প্র আর কিছু শুনিয়াছ? গত রাত্র দেখ
জনেক রজকে, ভাই, বধিয়াছে শুনি
কে বধেছে নাহি স্থির; উদ্দেশ এখনো
কেহ নাহি পাইতেছে; কাল ধনুযজ্ঞে

যে লাঞ্ছনা মল্লগণে পাইয়াছে শুনি
মহারাজ সন্নিকটে, কি তার বলিব!
ছদ্ম বেশী বীর এক যজ্ঞাগারে গিয়া
ভাঙ্গিল সে ইন্দ্র ধনু, মারিল রক্ষকে,
আর আর বীরগণে—প্রতিবাদী যারা।

দ্বি। তাই ত দেখি হে ভাই বিষম বিভ্রাট্
কোন্ দিন আমাদের ধন কড়ি, হায়,
লইয়া যাইবে কাড়ি; রাজ কর্ম্মচারি
শুনিয়া আসিবে ভাই! সর্ব্বস্বান্ত হব।

তৃ। অরাজক হ'ল দেখি, সামান্য এ চোরে
পারে না বধিতে কেহ? এই দুই দিন
এরে মারে, ওরে মারে, বিষম আশঙ্কা
এ নগরবাসী মনে করিয়া তুলেছে।

৪র্থ তাই ত! যেমনি ভাই প্রাতঃকালে উঠি
শুনিনু, রজক মৃত্যু রজকিনী মুখে,
শিহরিনু মনে আমি; বহু দূর নহে
আমার আলয় হ'তে রজক আলয়।

দ্বি। ছাড় ও ভাবনা ভাই, যা আছে কপালে
ঘটিবে অবশ্য তাহা; চল রঙ্গস্থলে,
নানা মল্ল যুঝিবেক মুষ্টিক সহিত;
গোকুল হইতে শুনি আসিবেক বীর।
তাই চল, গোপগণ আসিতেছে দেখ

স্থান আজি মঞ্চোপরি না পাইবে কেহ।

(দধি দুগ্ধ ভার লইয়া তিনজন গোপের প্রবেশ।)

প্রথ। রাজাদেশ চল ভাই, এবে রঙ্গস্থলে,
না হ'লে এখনি রাজা দণ্ডিবে সকলে।
পশ্চাৎ আসিছে সবে, ওই দূত আসে,
ওই আসে নন্দরাজা পশ্চাতে দেখ না।
আহা কি সুন্দর এই মথুরা নগর!
রাজপথ সুপ্রশস্ত, তায় অট্টালিকা।

দ্বিতী। আর একবার ভাই, বালক যখন
এসেছিনু মথুরায়, মাতুল সহিত
গোকুল হইতে মোরা, মল্লযুদ্ধ শুনি।
সিন্ধু-দেশ-বাসী আর গান্ধার প্রদেশী—
এসেছিল বহুজনা; ঠিক্ ওই স্থানে
পড়েছিল সে শিবির—রঙ্গস্থল করি।
এবারেও শুনি তাই দেশ দেশান্তরে,
নিমন্ত্রণ যে কারণ হইয়াছে সবে।

তৃতী। আর দেরি করিও না, স্থান নাহি পাবে।

[সকলের প্রস্থান।

(দুই জন মল্ল যুবকের প্রবেশ)

১ম। আর শুনিয়াছ ভাই, চানূর মুষ্টিক
থাকিবে সে রঙ্গস্থলে; মুষ্টাঘাতে শেষে
পাড়িয়া ফেলিবে বীরে, হেন স্থির হয়।

২য়। আর শুন নাই কিছু, দূতে কংসরাজ,
গোপগণ, নন্দসুত, সহ রঙ্গস্থলে,
আদেশিলা এইক্ষণে আনিতে সত্বরে ;
না আসিলে গোপগণ দণ্ডপাবে তারা।
একি ভাব, কিছু আমি বুঝিতে না পারি ;
যাই হোক দেখা যাবে চল রঙ্গস্থলে।

১ম। তাই ভাল, শীঘ্র চল, রঙ্গস্থলে এবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(নন্দরাজা ও গোপগণ দধি দুগ্ধ ভার লইয়া প্রবেশ।)

নন্দ। তোমরাই দেরি আজি করিলে উঠিতে।
তা না হ'লে এতক্ষণে রঙ্গস্থলে গিয়া
বসিতাম মোরা সবে ; মহারাজে আর
দূত নাহি পাঠাইতে হইত আমায়।

১ম গোপ। আমাদের দোষ প্রভু ! ক্ষমুন আপনি !
গত রাত্রে শ্রান্ত ছিনু পথ চলি মোরা ;
তাই না পারিনু আজি উঠিতে প্রভাতে।

নন্দ। চল তবে, শীঘ্র চল, দ্রুতপদক্ষেপে।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দৃশ্য—রঙ্গস্থল।

নেপথ্যে সময়ে সময়ে রণবাদ্য, মঞ্চোপরি কংস ভ্রাতাগণ ও
অন্যান্য রাজাগণের সহিত সকলে আসীন।

চানূর মুষ্টিক শল তোষলাদি মল্লগণের মল্লবেশে প্রবেশ।

সকলে। জয়, কংসরাজ জয়, দৈত্য অধিপতি!

চানূর। বিধিমত মহেশের করিয়া অর্চ্চনা
আসিয়াছি মহারাজ! অনুমতি হ লে
ততক্ষণ মল্লক্রীড়া করি রঙ্গস্থলে।
বহুদেশবাসী লোক আসিয়াছে আজ,
দেখিবারে আমাদের মল্লযুদ্ধ যবে।

কংস। সতর্কে থাকিবে সবে; এই রঙ্গস্থলে।
তোষল, মুষ্টিক, শল, কূট, চানুরাদি,
যতজন আসিয়াছ; এই ইচ্ছা মনে—
মম অরি বিনাশিয়া লহ পুরস্কার।

চানূর। যা আদেশ মহারাজ! শিরোধার্য্য সবে।
অনুমতি হয় যদি এখনি রাজন,

একে একে মল্লগণ ক্রীড়া সবে করে
পরাক্রম দেখাইয়া, এই রঙ্গস্থলে।
রণবাদ্য বাজিতেছে উৎসাহিত করি ;
এই সব মল্লগণে অনুমতি পেলে,
এখনি হইবে সবে প্রস্তুত, রাজন !
করিবারে মল্ল ক্রীড়া আপন সমীপে।

কংস। আচ্ছা তবে কূট, শল, চানূর মুষ্টিক
আর আর মল্ল যত, আছ রঙ্গস্থলে,
রীতিমত মল্লক্রীড়া দেখাও সকলে,
পুরস্কার বিধিমত দিব আমি আজি।

(চানূর ও মুষ্টিক উভয়ে মল্ল ক্রীড়ার উপক্রম,
রঙ্গালয়ে দূতের বেগে প্রবেশ।)

দূত। মহারাজ ! কুবলয়াপীড় দ্বারদেশে
বধিয়াছে দুই জন যুবক সুন্দর
গোকুল নিবাসী তারা ; পড়েছে কুঞ্জর,
স্পন্দহীন হয়ে আজি ভীম কলেবরে।
মহাবলে বলী, সেই যুবক দু'জন ;
এই দিকে রঙ্গস্থলে আসিতেছে তারা,
বিনাশি কুঞ্জরে দেব ! তব সিংহদ্বারে।

কংস। রহ রহ হে চানূর ! এ কি কথা শুনি
কুবলয়াপীড়ে নাকি সিংহদ্বারে এবে
বধিয়াছে দুই জনে ? সত্য কি সংবাদ ?

চানূর। মহারাজ! রঙ্গস্থলে আসিবেই তারা
কি ভাবনা সে কারণ! কোন্ মল্ল হেন
কংসরাজ মল্লগণে পারিবে জিনিতে।
তব কৃপাবলে ভূপ, ত্রিভুবনে মোরা
জয়ী সবে; বিলক্ষণ জানেন আপনি।
সেই শল, সেই কূট, চানূর, মুষ্টিক,
তোষল প্রভৃতি মোরা আপন কৃপায়,
হইব নিশ্চয় জয়ী এ ভরসা করি।

(রাম কৃষ্ণের প্রবেশ)

চানূর। শুনিয়াছি নন্দসুত! রোহিণীকুমার!
অতুল বিক্রমে সবে, বৃন্দাবন মাঝে,
নিত্য মল্ল ক্রীড়া কর; দেখাও কিরূপ
মহারাজে সেই শিক্ষা এই রঙ্গস্থলে।
যে কারণ নিমন্ত্রণে আহ্বানিয়া আজি
আনিলেন তোমা সবে মথুরা নগরে।
এস তবে রঙ্গভূমে; চানূর মুষ্টিক
আমরা দুজন মল্ল আহ্বানি দু'জনে।

কৃষ্ণ। কংসরাজ প্রজা মোরা, সদা বনবাসী,
মহারাজে তুষ্ট মোরা কেমনে করিব
নাহি জানি, বিশেষতঃ বালক দু'জনে।
প্রসিদ্ধ তোমরা মল্ল, মথুরা নগরে,
মল্লযুদ্ধে সেই হেতু আমাদের সবে,

আহ্বানিতে হেনরূপে, উচিত না হয় ;
এ রীতি ত নহে কভু মল্লগণ মাঝে।
বলহীন বলরাম, আমি হে বালক,
বুঝিতে না পারি মোরা কিরূপে রক্ষিব
মহারাজ অনুমতি। প্রবীণে, বালকে,
নহে মল্লযুদ্ধ সিদ্ধ কহিনু তোমারে।
তবে যদি অনুরোধ কর বার বার
অবশ্য পালিব আজ্ঞা ; নহি ভীরু মোরা ;
না ডরি শমনে কভু জানিও চানুর !
শুনিলাম বধিয়াছ কুবলয়াপীড়ে
মথুরার সিংহদ্বারে, তোমরা দু'জনে।
শত হস্তি বল ধরে কুবলয়াপীড় ;
যাহারে তোমরা সবে মারিয়াছ শুনি ;
সেই হেতু আহ্বানি হে মল্লযুদ্ধে এবে।

কৃষ্ণ এস তবে, বারম্বার আহ্বানিছ যবে,
তুমি মম সনে আর বলাই মুষ্টিকে
যুঝিবে হে পরস্পর ; হে চানূর শুন
হারি জিতি নাহি লাজ ; সংগ্রামে যখন,
কোন্ পক্ষ জয়ী হবে নাহিক নিশ্চিত।

(মল্ল যুদ্ধ) ক্ষণপরে।

সকলে ধন্য ধন্য ধন্য কৃষ্ণ মল্লগণ মাঝে।

কৃষ্ণ। (সরোষে) মরিবি, কহিনু তোরে মম হস্তে আজি ;

যাবে তোর আস্ফালন, দেখিবে রাজন,
কিরূপ শিক্ষিত মল্ল তুই মোর কাছে।

চানূর। আমিও দেখিব তোরে, কংস মল্ল আমি,
ভুবন বিখ্যাত নাম, চানুর অসুর,
শুনি মাত্র কাঁপে সবে, ভীম কলেবর,
যারে ধরি মারি তারে ভীম প্রহরণে।
মম পরাক্রম হেন, মম পদ-দাপে
কাঁপে ত্রিভুবন দেখ্‌ থর থর থরে;
টলিছে এ রঙ্গভূমি ভূকম্পন সম।
সে অসুর পরিণাম তোর হাতে আজি
ক্ষুদ্রমতি? হেন আশা করিস্‌ কেমনে?

(কৃষ্ণের সহিত ঝটাপটি কৃষ্ণ সাপটী তুলিয়া আছাড়)
চানুর গোঁ। গোঁ। শব্দে প্রাণ ত্যাগ।

কৃষ্ণ। হে অসুর! কোথা তব এবে আস্ফালন,
উঠ আসি ধর মোরে, কর বল এবে,
উচিত কি এ শয়ন, মল্লশ্রেষ্ঠ তুমি!
এই কতক্ষণ তুমি আস্ফালন করি
কত কথা বলিয়াছ; এবে দেখি কেন
নিরুত্তর হে চানুর? ধর ভুজ মম,
শিখাও আমায় তুমি মল্ল ক্রীড়া আজি।

মুষ্টিক। ভ্রাতা মম গত নাকি! তবে রক্ষা নাই

মারিব তোদের একা, এই দেখ্ আমি
মারি তবে মুষ্টাঘাতে ফেলি বলরামে।

বল। আর রক্ষা নাই তোর এতক্ষণে যবে
নিম্নে আনিয়াছি তোরে, ফেলিয়া উলটি
বুকে চাপি অবশেষে করিব নিহত।
কোথা রবে আস্ফালন? বলরাম আমি,
নহে বলহীন কভু জানিস্ পামর!

(মুষ্টিকে চীৎ করিয়া ফেলিয়া বুকে চাপন)

মুষ্টিক। দে ছাড়িয়া একবার আয় যুদ্ধ করি,
অন্যায় করিয়া মোরে মারিস্ যদ্যপি;
প্রতিফল অবিলম্বে পাইবে নিশ্চয়।
কূট, শল, তোষল যে মল্লগণ আছে,
তাহারা বধিবে তোরে, জানিস্ পামর!
মরি আমি ক্ষতি নাই; কিন্তু এই রীতি
উচিত কি হয় কভু মল্লগণ মাঝে?

চাপন ও বধ।

(কূটকে একলাতি মারিয়া বলরাম দূরে নিক্ষেপ তাহাতে কূট আহত,
শল ও তোষলকে কৃষ্ণ ও বলরামের সহিত যুদ্ধে বিশেষ
আঘাত পাইয়া পলায়ন)

কংস। ডাক ডাক বাদ্যকরে কে আছ হেতায়,
অবিলম্বে আন ডাকি আমার সমীপে।

[পার্শ্বস্থ একজনের প্রস্থান।

(বাদ্যকর ও একজন তাহার পৃষ্ঠ দেশে জয়ঢাক বাঁধা
প্রবেশ ও প্রণাম)

দাও তবে বিজ্ঞাপন ওহে বাদ্যকর !
মম অনুমতি এই ; যে পারিবে আজি
পরাজিতে রাম কৃষ্ণ ভাই দুইজনে,
বিধিমত পুরস্কার দিব আমি তারে ;
প্রিয়পাত্র করি সদা রাখিব সমীপে ;
প্রধান করিব মম মল্লগণ মাঝে ।

বাদ্যকর । যে আজ্ঞা, এখনি তবে দিই বিজ্ঞাপন

(অনন্তর ঢাক পিটন এবং বিজ্ঞাপন দেওন ।)

রঙ্গভূমে এবে রাম কৃষ্ণ দুইজনে ;
কে যুঝিবে আছ মল্ল ইহাদের সনে ।
পুরস্কার মহারাজ দিবেন বিস্তর,
জয়লাভে মল্লগণ হও অগ্রসর ।
কি স্বদেশী কি বিদেশী যেই জয়ী হবে,
কংসরাজ প্রিয়পাত্র হয়ে সেই রবে ।
এ আদেশ কংসরাজ দৈত্য অধিপতি ;
কেহ যদি রহ মল্ল এস শীঘ্রগতি ।

কংস । বহির্ভাগে বাদ্যকর অবিলম্বে গিয়া
বিজ্ঞাপন দাও তুমি ; কেহ যদি রহে,
আসিবে এখনি শুনি এই বিজ্ঞাপন ।

নেপথ্যে (ঢাক পিটন ও বিজ্ঞাপন প্রদান)

রঙ্গভূমে এবে রাম কৃষ্ণ দুইজনে,
কে যুঝিবে এস মল্ল তাহাদের সনে।
পুরস্কার মহারাজ দিবেন বিস্তর,
জয় লাভে মল্লগণ হও অগ্রসর।
কি স্বদেশী কি বিদেশী যেই জয়ী হবে;
কংসরাজ প্রিয় পাত্র হয়ে সেই রবে।
এ আদেশ মহারাজ দৈত্য অধিপতি;
কেহ যদি রহ মল্ল এস শীঘ্রগতি।

কংস। কেহনা আসিল দেখি, কি আশ্চর্য্য আজি!
নন্দ ঘোষে দুষী আমি, আর গোপগণে,
তা না হলে, এত দিন নাহি প্রকাশিল
রাম কৃষ্ণ কোন কথা; শত্রু সম বীর
বর্দ্ধিত গোকুলে যাহা গোপনে সতত।
সমস্তএ গোপগণে শত্রু সম ভাবি;
তা না হলে রাম কৃষ্ণ সমস্ত বিষয়,
গোপন করিয়া রাখে আমার সমীপে!
কত বার নন্দঘোষে তত্ত্ব লইবারে
আদেশিনু, কে বধেছে মল্লগণে মম,
সে উত্তর কভু নাহি দিল কোন কালে।
এখনি প্রহরী দল যাও শীঘ্র সবে
কে আছ হেতায় আজি; লহ কাড়ি এবে
বৃষ, বৎস, ধেনু কুল, যার যাহা রহে,

আন বেঁচি এইক্ষণে আমার সমীপে।
দগ্ধ করি গৃহদ্বার গোকুল নিবাসী
সমভূম কর আজি, যাও শীঘ্র সবে
এই মম অনুমতি, পাল শীঘ্র করি।
কি জানি গোয়ালা জাতি কবে কোন্ দিনে,
সাধিবেক মম প্রতি প্রতিবাদ আসি,
কে পারে বলিতে তাহা কুমন্ত্রি সকলে।

(কৃষ্ণ হঠাৎ মঞ্চোপরি লম্ফ দিয়া কংসকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক রঙ্গভূমিতে টানিয়া আনায় প্রহরীগণ ও অন্যান্য সকলের পলায়ণ)

কৃষ্ণ। এতক্ষণে পাইলাম কংস আজি তোরে,
নিষ্কণ্টক এ মথুরা করিব বধিয়া
এই মোর পণ আজি ; এস বলরাম,
লহ কাড়ি অসি আসি ; এই কংসরাজ,
যে পাঠাত ছদ্মবেশে মল্লগণে সদা
বৃন্দাবন বনমাঝে ; আজি রক্ষা নাই
তোর দেখি ; মল্লহীন এ নগর যবে।

কংস। সাহসে নির্ভর করি এস ভ্রাতাগণ
বধিতে এ চির বৈরী ; কিম্বা সবে মিলি
পড়ি মোরা এস আজি একাল সমরে।

(বলরাম কংসের কটিতটস্থ অসি কাড়িয়া লওন ও স্তম্ভে বন্ধন)

ভ্রাতা। আঁহা ! আহা ! একি হ'ল, মহারাজে এবে
ধরিয়াছে কেশাকর্ষি ; এস ভাই এস
সাহসে নির্ভর করি ; বীরপুত্র মোরা

ডরি কি শমনে কভু? দেখিব, দেখিব,
অথবা মরিব মোরা একাল সমরে।
সম্মুখ বিপদ দেখি ভীরুতা প্রকাশি
যে পালায় মূঢ় সেই বীর কুলমাঝে।
ধর অসি, মার সবে, চৌদিকে ঘেরিয়া।

(সকলে কৃষ্ণকে বেষ্টন)

কৃষ্ণ। আয় তবে ধর্ অসি রে পামরকুল,
যদ্যপি যাইতে ইচ্ছা শমন ভবনে।

(বলরাম ও কৃষ্ণ সকলকে পরাজয় ও বধ)

কৃষ্ণ। এইত মারিনু সবে কোথায় এখন
কংসরাজ, আন ভাই, কাটি মুণ্ড তার
সমুচিত প্রতিফল দিই এই স্থলে।

বল এই যে বাঁধিয়া ভাই রাখিয়াছি কংসে
স্ফটিকের স্তম্ভপার্শ্বে; এখনি বলত
চূর্ণ মুণ্ড করি আমি এক মুষ্টাঘাতে।

কৃষ্ণ। রহ ভাই, নিজহস্তে বিনাশি উহারে।

কংস। রে অধম ভয়ানক স্পর্দ্ধা তোর্ দেখি;
আমি হই কংসরাজ, জানিস্ পামর!
ফিরি কি যাইরি তুই, পুনঃ বৃন্দাবনে?
যদিও আহত মম মল্লগণ সব,
তবু নহে নত-শীর দৈত্য অধিপতি।
যার দাপে ত্রিভুবন কাঁপে নিরন্তর,

মহাবীর জরাসন্ধ যাহার শ্বশুর
তার পরিণাম হবে তোর বাহুবলে
ক্ষুদ্রমতি ? হেন আশা করিস্ কেমনে ?

কৃষ্ণ। আয় তবে, শীঘ্র রণ কর্ মোর সনে ;
যে পথে গিয়েছে তোর ভ্রাতাগণ সব,
সে পথে পাঠাব তোরে, জানিস্ পামর !
গরিমার পুরস্কার দিয়া বিধিমত।

কংস। যদিও মরিরে আমি তোর অস্ত্রাঘাতে,
নিষ্কণ্টক নাহি কিন্তু হইবে মথুরা !
জরাসন্ধ নামে আছে শ্বশুর আমার
মহাবলে বলী সেই মগধাধিপতি,
যার পরাক্রমে হায়, শত শত ভূপ
পরাজিয়া বন্দিভাবে রহিয়াছে আজি
যজ্ঞহেতু কারাগারে ; কেমনে বাঁচিবি,
আসিবে রুসিয়া যবে বধিবারে তোরে,
শুনিয়া পতন মম,—তোর বাহুবলে।

কৃষ্ণ। নাহি ডরি জরাসন্ধে ; তবে যদি ইচ্ছা
সম্মুখ সমরে তোর মরিতে এক্ষণে
আয় তবে অসিযুদ্ধ কর্ মোর সনে।

(বলরামের কংসকে অসি প্রদান, কৃষ্ণের
সহিত অসি যুদ্ধ ও পতন)

কংস। এতক্ষণে ফলিল কি দৈববাণী মম ?

হায় মদমত্ত সদা ভুলিনু পাপেরে,
তাই কি দেবতাকুল দিলা এই ফল ?
কোথায় শ্বশুর মম, ভুবন বিজয়ী,
বিঘোরে তোমার হায় জামতা এখন
কাল-নিদ্রা-পাশে বদ্ধ ; কোথায় রহিলে !
কোথায় প্রিয়সী মম, মহিষী আমার ?
ছিঁড়িলাম মায়াসূত্র, যে কুসুম ডোরে
অবিরত ছিনু বদ্ধ ভবকারাগারে।
কোথায় দৈবকী মম, কোথা বসুদেব !

[কৃষ্ণ বলরামের প্রস্থান।

(মহিষী ক্রন্দন করিতে করিতে প্রবেশ
সঙ্গে সখী মালতী)

মহি হায় নাথ ! অনাথিনী করি আজি তুমি,
কোথা গেলে ফেলি এই মহিষী তোমার,
যারে তুমি ভালবাসি সুবর্ণ পালঙ্কে
বসাইতে, আজি সে যে তোমার বিহনে
ধূলাপরি ধূসরিত ; কে যতন করে,
নিরাশ্রয় লতা হায়, তোমার বিহনে।
শত সহচরী আর শত সখী মম
সকলেই কাঁদে আজি তোমার বিহনে।
কোথায় রাখিয়া সবে গেলে চলি তুমি !
রাজসিংহাসনে যবে তবপার্শ্বে আমি

বসিতাম সভামাঝে ; ভাবিতাম মনে
দৈত্যপতি পাটরাণী, মম সম কেবা ;
ত্রিজগৎ রহে যার সদা করতলে ;
বহুদূর ব্যাপি রাজ্য, মথুরা যাহার
রাজধানী, মল্ল যার মহাবলে বলী,
তার কি অভাব বল ; কিন্তু হায় এবে,
স্বপ্নসম মম পার্শ্বে ; কোথা মল্লগণ,
কোথা তব ভ্রাতাগণ, অন্তঃপুরে যেথা
নৃত্যগীতবাদ্য হ'ত ; সেথায় নৃমণি !
ক্রন্দনের ধ্বনী আজি তাদের বিহনে।

মালতী। মুছ মুছ অশ্রুজল সম্বর এ খেদ
ক্ষণকাল প্রাণসখী, দেখি কাতরতা
চক্ষু ফাটি বাহিরায় অশ্রুজল মম।
কংস পাটরাণী তুমি, কি অভাব তব,
শত সহচরী যার সেবিকা সতত,
সকলি কি ক্ষণকাল ? তা-নাহ'লে দেখ,
কোথায় রাখিয়া হায় অনাথিনী করি
গিয়াছেন প্রাণনাথ আমাদের সবে।

মহিষী। কি বলে বুঝাই মনে বলনা মালতি !
এ শোকের বেগ দেখি প্রথম যেমন
কাল ক্রমে নহে তত ; সব বুঝি আমি,
এই নিত্য লীলা খেলা বিশ্ব-রঙ্গ-ভূমে।

তথাপি যখন ভাবি, হেরি প্রাণনাথে
এ দশায় আজি সখি ; অমনি অস্থির
হইয়া পড়িলো সই, অমনি নয়ন
সজল হইয়া আসে সম্বরিতে নারি।

মালতী। উঠ সখি, চল এবে পালঙ্ক উপর
মহারাজ পাটরাণী, তোমার কি সাজে
ধূলায় লুণ্ঠিত দেহ আজি হেনভাবে ?
তাই বলি চল সখি নিজগৃহে এবে।

রাগিণী-আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

কেন অনুরোধ সখি, কর তুমি অকারণে ;
অনাথিনী আজি আমি, মম প্রাণপতি বিনে।
যবে প্রভঞ্জন বলে, পড়ে তরু ভূমিতলে.
অমনি আশ্রিত লতা, লুণ্ঠিত সদা চরণে।
আমিও সেরূপ লতা, পতিপদে সদা বাঁধা,
ছাড়ি লো যাইব কোথা, শূন্যময় এ ভবনে।

মালতী।—আর তুমি কাঁদিও না চক্ষু ফাটি জল,
বাহিরায় প্রাণ-সখি, তব বাক্য শুনি ;
চল তুমি চল এবে পালঙ্ক উপর ;
এরূপ দেখিয়া আজি উথলয়ে শোক
সখীদের, তাই বলি, নিজগৃহে চল।

কি সুখে লো শূন্য ঘরে ফিরিব তা বল,
এ দশায় প্রাণনাথে রাখিয়া এখানে !

[সকলের প্রস্থান।

পট ক্ষেপণ।

রাজপথ।

(দুইজন নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। একি সর্ব্বনাশ হল ! একি সর্ব্বনাশ, !
কংসরাজে বধিয়াছে গোপ একজন
সহ তার ভ্রাতাগণ, আর মল্ল যত।

২য়। সেকি কথা ! সেকি কথা ! কে বলিল হেন ?

১ম। এই মাত্র দেখিলাম নিজচক্ষে আমি,
স্পন্দহীন মহারাজ ধরাতলশায়ী !
অবিরল রক্ত-স্রোত বেগে প্রবাহিত,
মুদিত নয়নদ্বয় মহানিদ্রা পাশে।

(আর একদল নাগরিকের প্রবেশ)

১ম। একি ভয়ঙ্কর কাণ্ড, কভু নাহি দেখি
হেন পরাক্রম আমি মানবের দেহে ;
নিমিষে করিল বধ মল্লগণে যত ;
নিমিষে করিল বধ কংস মহারাজে।

২য়। ভয়ঙ্কর বীর ভাই। এ নগরবাসী
কেহ নাহি যুঝিবারে হ'ল অগ্রসর
দেখি তার পরাক্রম আজি রঙ্গালয়ে।

৩য়। কৃষ্ণকায় সে বীরের পরাক্রম দেখি
আশ্চর্য্য হইনু আমি, কিন্তু দুঃখ এই
বিঘোরে বধিল হায় কংস মহারাজে।

(এক ব্যক্তির বেগে প্রবেশ)

হায় হায়, কোথা যাব, বিষাদ উচ্ছ্বাসে
প্রাণ যায়, কোথা কংস, কোথা ভ্রাতাগণ!

[প্রস্থান।

(নাগরিক দল মধ্য হইতে)

২য়। আমরাও চল যাই, কি হইবে ভাই
অনর্থক ভাবি মনে কংসরাজ বধ।
বিধির নির্ব্বন্ধ ভাই কে খণ্ডাবে বল!

১ম। চল সবে চল তবে এই দিক দিয়া।

[নাগরিক দলের প্রস্থান।

(প্রথম দুইজন নাগরিক)

১ম। শুনিলেন মহাশয়! কম বীর নয়,
চলুন আপনি ক্ষণ এই পথ দিয়া,
শুনিবেন, আরো যদি ইচ্ছা হয় তব,
যেরূপে নিহত হন কংস মহারাজ।

২য়। চল তবে, ওই দেখ আর একদল
নাগরিক রাজ পথে, চল ওই স্থানে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কৃষ্ণ। কর দ্বার উদ্ঘাটন, কে আছ রক্ষক
হেতায় এ কারাগারে; অবিলম্বে এস।

রক্ষক দ্বার উদ্ঘাটন।

(কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ)

বসু। কে তোমরা, কোন্ দেশবাসী দুইজনে?
লয়ে যাবে কংসরাজ সমীপে কি মোরে?
কোন অপরাধে আমি অপরাধি বল?
কোন্ অপরাধে বল দৈবকী সুন্দরী
অপরাধী তাঁর কাছে? কেন বল তুমি
আসিয়াছ কারাগারে লইবারে আজি
হেন ভাবে, কহ মোরে কহ শীঘ্র করি?
বিবাহ অবধি আমি এই কারাগারে
দেবকীর সনে আছি, নাহি জানি আমি
কবে মহারাজ মোরে দণ্ডিবেন প্রাণে।
চিন্তিত ব্যাকুল তাই সতত এ মনে;
তাতে মম আট-পুত্র-শোকে নিরবধি

কাটিছে আমার বুক কহিনু তোমারে।

(দূরে নেপথ্যে ক্রন্দন ধ্বনি)

কেন শুনি এ ক্রন্দন ? কোথা হ'তে আজি
আসিছে ক্রন্দনধ্বনী, কহ জান যদি ?

কৃষ্ণ। নিঃশঙ্কা করেছি আমি মথুরা নগরে,
কংসরাজে বিনাশিয়া সহ ভ্রাতাগণে ;
রাম কৃষ্ণ নাম ধরি আমরা সতত,—
গোকুলেতে নন্দালয়ে বর্দ্ধিত দু'জনে।
বিমুক্ত করিতে তোমা আসিয়াছি সবে।
অষ্টমে যে পুত্র জন্মে দৈবকী উদরে
সেই পুত্র আমি দেব ! সপ্তমের ওই,
বলরাম নাম যার, রোহিণী উদরে।
তাই আজি পিতামাতা বলিয়া সম্বোধি
তোমা সবে, পূজিবারে ও চরণ দুটী।

দৈব। সত্যকি আমার পুত্র ! হায় এত দিনে
ঘুচিল কি পুত্র শোক, ঘুচিল আশঙ্কা !
দেখ তুমি, প্রাণনাথ ! একবার জানি
বলেছিলে নন্দালয়ে রেখেছি কুমারে,
এই কি সে পুত্রদ্বয়, কহ সত্য করি ?

দৈববাণী। রে দৈবকী বসুদেব ! নিঃশঙ্কা হইল
দৈত্যকুলে বিনাশিয়া ; ধন্য পুত্র তব !
আজি হ'তে পুত্রগণে পালিবে যতনে ;

রাজপুত্র মাতা হয়ে রবে চিরকাল ;
এ আশিস্ দেবকুল করে নিরবধি।
লহ পুত্রে ক্রোড়ে এবে, মুছ অশ্রুজল ।

বসু। সদ্যোজাত শিশু লয়ে তোমার গোকুলে
রেখেছিনু ; সেই নিশি, এই একদিন।
কোথা নন্দরাজা এবে, কহ বৎস মোরে ?
ভুলিনু পূর্ব্বের দুখ পুত্র মুখ দেখি,
ভুলিয়া সে শোক সব, আর দুই জনে
ধরি কোলে, হারাধন মিলায়াছে যবে।

কৃষ্ণ। এসেছেন নন্দরাজা বহির্দ্দেশে সবে,
আর আর গোপগণ, গোপিনী সহিত।

দৈব। আয় বাছা, আয় কোলে, তোরা কি আমার
পুত্র দুই, হায় বিধি এত দিনে তুমি
মিলাইলে পুত্রধনে, কোথা ছিলে বল
দৈবকীর কোল শূন্য করি বাছাধন ?
দৈবকীর পুত্র হয়ে নন্দালয়ে সদা
কত কষ্ট পেয়েছিলে, গোপ মাঝে যবে।
দেখিব নয়ন ভরি তোদের দু'জনে,
যতনের ধন তোরা, আয় কোলে আয়,
দৈবকীর শূন্য কোল ভর্ আজি সবে।

(কৃষ্ণ ক্রোড়ে বলরাম পার্শ্বে উপবেশন)

কৃষ্ণ। আমরা সতত মাতঃ ! নন্দালয়ে থাকি

যতনে পালিত সবে; নন্দরাণী স্নেহ
কত যে মোদের প্রতি কহিব কেমনে,
আপন তনয় সম পালিতেন সদা,
যে যতনে বাল্যাবধি বর্দ্ধিত দু'জনে।

বসুদেব। হায় বিধি এতদিনে চাহিলে কি তুমি,
আমাদের প্রতি এবে কৃপাদৃষ্টি করি?
কোথা বল দেহ পড়ি দৈত্য অধিপতি
সহ তার ভ্রাতাগণ? কোন রণস্থলে,
চল এবে দেখি গিয়া? বিবিধ প্রকারে
কর বৎস! অগ্নিকার্য্য মাতুলের তব।
আর কি কহিব তোমা, চল চল এবে
কারাগার ছাড়ি ক্ষণ ভ্রমি সূর্য্যালোকে।

(রাম কৃষ্ণ দণ্ডায়মান দৈবকীও দণ্ডায়মান)

দৈব। কেমনে বধিলে পুত্র ভ্রাতাগণে মম?

নেপথ্যে—(ক্রন্দন ধ্বনি)

কংসরাজ ভ্রাতা মম, তাই বুঝি শুনি
এ ক্রন্দনধ্বনি দূরে! হায় পুত্রগণ,
তা শুনেও সুখ নাই দৈবকীর তব।
যদিও আমার ভ্রাতা শত্রু সম ছিল
তথাপি সে ভ্রাতা মম, সহোদরা আমি
কেমনে সহিব মনে তাহার নিধন।
কতসুখে রাখিতেন মহিষীরে তিনি,

কেমনে দেখিব আজি শোকার্ত্ত সে জনে,
তাই ভাবি মনে আমি ; দেখ বৎসগণ
আপনার দোষে রাজা মজিলা আপনি।
অটুট এ রাজ্য তাঁর, মহাবলে বলী
ভীমকায় অস্ত্রিদল, তা সবায় হায়,
কে বধিল, কোথা গেল, স্বপন সমান
প্রতীত হতেছে এবে স্মরণের পথে।
কোথা ভ্রাতৃ-বধূগণ, কোথা এবে তারা
আর্ত্তনাদ করিতেছে, ? যাই সেইস্থানে
ক্ষণেক সান্ত্বনা আমি করি গিয়া আজি।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—•:•—

পঞ্চম গর্ভাঅঙ্ক।

দৃশ্য—রাজসভা।

(মন্ত্রি, নাগরিকগণ, সভাসদ্গণ, নারদ, অক্রূর, রাম কৃষ্ণ ইত্যাদি)

নাগরিক। সকলেই অনুরোধে আপনার এবে
বসাইতে সিংহাসনে ; আপনি বসিলে

হইবে শাসিত লোক ভাবে বিধিমতে।
প্রজা লোক, ভূপ লোক, সবে একমতে
এই ইচ্ছা প্রকাশয়, আপনি ভূপতি
হইয়া বসেন যেন স্বর্ণ-সিংহাসনে।

মন্ত্রি। বুদ্ধিমান্, বীর্য্যবান্, তাই প্রজালোক
অনুরোধে অপনার সিংহাসনোপরি
বসিবারে। আমরাও, তাই অনুরোধি।

কৃষ্ণ। যযাতির শাপ এই, নহে কোন জন
যদুবংশে, সিংহাসনে পারিবে বসিতে।
তাই মম মাতামহে বসাইতে সাধ
এই সিংহাসনোপরি; বহুদর্শী হেন
দৈত্যকূল মাঝে নাহি দেখি কোন জনে।
প্রজালোক অদ্য হতে মাতামহে সবে,
কংসরাজ সম মান্য করিবে নিয়ত।
সকলের মনস্তুষ্টি করি বিধিমত
পালিবেন প্রজাকুলে, সহ অনিবার
দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন।

নারদ। ব'স তবে উগ্রসেন, রাজ সিংহাসনে।

(উগ্রসেনের সিংহাসনোপরি উপবেশন)

রীতিমত রাজ্য কর, সুযশ সৌরভে
আমোদিত চতুর্দ্দিকে হোক প্রজালোকে।

কংসের পীড়নে দেখ, প্রাণী হানি আদি
পাপ পূর্ণ ছিল রাজ্য, এক্ষণে তেমনি
সুখ-সূর্য্য সমুদিত, মথুরা নগরে,
দুখের পর্শন যেন ভুলে প্রজা লোকে।
হেন ভাবে কর রাজ্য, প্রজালোক যেন
রহে সুখে চিরদিন, এ আশিস্ মম।

গর্গমুনি। আমিও আশিস্ করি শুন মহারাজ!
সুখে থাক নিরবধি, রাখ প্রজাকুলে
সুখী করি, সযতনে পালিয়া সতত।
যদুবংশ ভোজবংশ প্রজাকুল আনি,
পুনর্ব্বার এ নগরে পাল মহারাজ,
কংসের পীড়নে যারা গেছে পলাইয়া
গৃহদ্বার করি ত্যাগ, অতুল প্রতাপে
পাল সবে, প্রজা তুষ্ট কর বিধিমতে।

(দৌবারিকের প্রবেশ।)

দৌ। আসিয়াছে নর্ত্তকীরা বহির্দ্দেশে এবে,
অনুমতি হয় যদি আসে এই স্থানে।

কৃষ্ণ। আন তুমি সভামাঝে, নৃত্যগীত আদি
হোক তবে, আজি এই আনন্দের দিনে।

দৌ। যা আদেশ মহারাজ শিরোধার্য্য মম।

[দৌবারিকের প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

কৃষ্ণ। গাও গীত, কর নৃত্য, রাজ-সভা মাঝে ;
শুনুক্ সকলে আজি সভাসদগণে !

(নর্ত্তকীগণের নৃত্য গীত)

রাগিণী খাম্বাজ, তাল—খেম্টা।

কেমনে তুষিব বল মন্মত এ সভাজনে ;
আমাদের নৃত্যগীত লাগ্‌বে কি লো ভাল মনে।
ভিন্ন রুচির ভিন্ন জন, ভিন্ন সভাসদগণ,
আমরা কিন্তু পুরাতন, রাজ নাট্য এ ভবনে।
অলীক কুনাট্য করে, তায় লোক মন হরে,
হরি বোলের হুড়ো গোলে, মজে দেখি সাধারণে।

যবনিকা পতন।